হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জুমনের মুখপত্র

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ নবম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্ত্তমানকালে আল্লাহ্ তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংবদ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে, সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্ত্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ৩৲ প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রবন্ধ-সূচী

দোয়া	৭৩
আল্লাহর পথে কে আমার সহায় হইবে	৭৪—৭৫
অমৃত বাণী	৭৫—৭৬
'বার্থ-কন্‌ট্রোল' বা জন্ম-রোধ ও ইসলাম	৭৬—৭৭
পবিত্র কোরাণের 'পুরাতত্ত্ব' ...	৭৭—৭৯
বালক বালিকাগণের জন্য একটি আদর্শ— হজরত আলীর দীক্ষা গ্রহণ ...	৮০
বশীরের মৃত্যু সম্বন্ধে সত্য-সন্ধ বক্তৃতা ...	৮১—৮২
খেলাফত জুবিলী কখন এবং কিরূপে অনুষ্ঠিত হইবে ...	৮৩—৮৪
"খোদ্দামুল-আহমদীয়া" ও "লজ্‌না-আমাউল্লাহ" গঠন করিবার উদ্দেশ্য ...	৮৫—৯৪
জগৎ আমাদের—	৯৫ ৯৬

কাদিয়ানে

বিশ্ব-আহ্‌মদী সঙ্ঘের 'মজলিসে-শুরা' বা পরামর্শ সভা

আগামী ইষ্টার বন্ধে ৭ই, ৮ই ও ৯ই এপ্রিল, ১৯৩৯

প্রত্যেক জমাত সত্বর নিজ নিজ জমাতের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবের নিকট প্রেরণ করুন।

নিয়মাবলী

নির্ব্বাচন কালে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

(১) প্রতিনিধিগণ জমাতের প্রভাব পতিপত্তিশীল লোক হওয়া উচিত।

(২) প্রতিনিধিগণের মাসিক চাঁদা ইত্যাদি অনাদায় না থাকা চাই।

(৩) কোন ছাত্র প্রতিনিধি হইতে পারে না। প্রতিনিধিগণের ইসলামি নিদর্শন থাকা চাই।

তবলীগ দিবস

১২ই মার্চ্চ, ১৯৩৯

এ বৎসর অমোসলমান ভ্রাতাদিগের নিকট ইসলাম প্রচার করিবার জন্য আগামী ১২ই মার্চ্চ, ১৯৩৯ তারিখ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত দিবস অতি উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে ইসলাম প্রচার করা সকল জমাতেরই কর্ত্তব্য। প্রচারের সুবিধার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার আফিস হইতে বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত পুস্তিকাগুলি চাহিয়া নিয়া বিতরণ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক জমাতের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও মেম্বরগণ উক্ত তবলীগ দিবসকে যথা-সম্ভব "কামইয়াব" করিবার জন্য এখন হইতেই যত্নবান হউন।

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নবম বর্ষ | ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ | চতুর্থ সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

দোয়া

[হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) একটি প্রার্থনা]

"হে এলাহি! তুমি আমাদের কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ করিতেছ এবং আমাদের হৃদয়ের প্রতিও তোমার দৃষ্টি রহিয়াছে; আমাদের রহস্য বা গুপ্ত বিষয় সমূহ তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অন্তরালে নয়। তুমি আমাদের এবং আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দাও এবং তোমার দৃষ্টিতে যাঁহারা 'সাদেক' বা সত্যপরায়ণ, তাঁহাদিগকে তুমি বিনষ্ট করিও না; কেননা, এক 'সাদেক' বিনষ্ট হইলে এক জগৎ বিনষ্ট হইবে। হে মোর 'কাদের' (শক্তি, প্রতাপ ও মহিমার অধিকারী) খোদা! তুমি নিকটবর্ত্তী হও এবং স্বীয় বিচারাসনে উপবেশন কর এবং অদ্যকার এই ঝগড়া নিষ্পত্তি করিয়া দাও। আমাদের কথাবার্ত্তা লোকের সম্মুখে রহিয়াছে এবং আমাদের অন্তরের প্রকৃত অবস্থা তোমার নিকট প্রকাশিত। আমি কেমন করিয়া ইহা বলিব এবং কেমন করিয়া আমার 'দেল' ইহা 'কবুল' করিবে যে, তুমি 'সাদেক' বা সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে অপমানের সহিত সমাধিস্থ করিবে? লম্পটের জীবন যাপনকারী কেমন করিয়া বিজয় লাভ করিবে? তোমার 'জাতের' (স্বত্তার) 'কসম', তুমি কখনো এরূপ করিবে না। *(এজাজ-আহমদী" পৃঃ ১৬ ও ১৭)।

"یا الٰہی تو جو ہمارے کاروبار کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے دلوں پر تیری نظر ہے - اور تیری عمیق نگاہوں سے ہمارے اسرار پوشیدہ نہیں - تو ہم میں اور مخالفوں میں فیصلہ کردے - اور وہ جو تیری نظر میں صادق ہے اس کو ضائع مت کر - کہ صادق کے ضائع ہونے سے ایک جہان ضائع ہوگا - اے میرے قادر خدا - تو نزدیک آجا - اور اپنی عدالت کے کرسی پر بیٹھ اور یہ روز کے جھگڑے قطع کر - ہمارے زبانے لوگوں کے سامنے ہیں اور ہمارے دلوں کی حقیقت تیرے آگے منکشف ہے - میں کیوں کر کہوں اور کیوں کر میرا دل قبول کرے - کہ تو صادق کو ذلت کے ساتھ قبر میں اتارے گا - اور باشانہ زندگی والے کیونکر فتح پائیں گے - تیری ذات کی مجھے قسم ہے کہ تو ہرگز ایسا نہیں کرے گا" * (اعجاز احمدی ص ۱۶ و ۱۷)

আল্লাহর পথে কে আমার সহায় হইবে

[হজরত খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ)]

১। বন্ধুগণ স্মরণ রাখিবেন, তাহ্‌রিক-জদীদে যোগদান করিবার শেষ তারিখ বঙ্গদেশের জন্য ৩০শে এপ্রিল।

২। আল্লাহ্‌তা'লার ফজলে এই 'তাহ্‌রিক' এরূপ ফল-প্রসূ হইবে যে, যুগ-যুগান্তর পর্য্যন্ত বংশধরগণ ইহার 'বরকত' বা আশীষ প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং ইহাতে যোগদান করার অর্থ নিজ বংশধরগণের জন্য বরকতের ভিত্তি স্থাপন করা।

৩। দুঃখের বিষয় এক পক্ষে যদিও অনেক যোগদানকারী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হিস্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ পূর্ব্ব-বৎসরের ত্রুটিও সংশোধন করিয়াছেন, পক্ষান্তরে, কতিপয় বড় বড় জমাত এখনো চুপ রহিয়াছেন।

৪। হইতে পারে, কাহারো লিষ্ট পথে হারানি গিয়াছে ; ইহাও হইতে পারে যে, সেক্রেটারী সাহেব হয়তো ধারণা করিয়া বসিয়াছেন যে, তিনি লিষ্ট পাঠাইয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ উহা তাঁহারই নিকট পড়িয়া রহিয়াছে। অতএব এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত। এবার এরূপ কয়েকটী ঘটনাই হইয়াছে যে, হয়তো লিষ্ট পথে হারাইয়া গিয়াছে, কিম্বা সেক্রেটারী পাঠাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

৫। ইহাও হইতে পারে যে, সেক্রেটারী স্বয়ং দাতা নহেন, তাই নিজের ত্রুটি গোপন করিবার জন্য অপরকেও 'তাহ্‌রিক' (উদ্দীপনা ও উৎসাহ দান) করিতেছেন না। যাহা হউক, এইরূপে 'সোয়াব' হইতে বঞ্চিত থাকার দায়িত্বও 'আফরাদ' বা ব্যক্তিবিশেষের উপরই হইবে।

৬। কোন কোন পুণ্য কাজের সুযোগ সর্ব্বদাই উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু কোন কোন পুণ্য কার্য্যের সুযোগ শত শত বৎসর পরে উপস্থিত হয়। ঈদৃশ পুণ্য-কার্য্য হইতে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ পরে অনুতাপানলে দগ্ধ হয়, কিন্তু সেই অনুতাপে কোন লাভ হয় না। অতএব অনুতপ্ত হইবার পূর্ব্বেই নিজ পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

৭। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাহ্‌রিক-জদীদ দ্বারা ইস্‌লাম-প্রচারের এক স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। সুতরাং ইহা এক "সদকা-জারিয়া" এবং কূপ-খনন ও পান্থশালা স্থাপন হইতে অধিক পুণ্য-কর।

৮। মানুষ 'নেক্‌-নাম' রাখিয়া যাইবার প্রত্যাশায় সন্তান-লাভের আকাঙ্খা করে, কিন্তু সন্তানের 'নেকী' বা পুণ্যের কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু তাহ্‌রিক-জদীদের হিস্যা, খোদার ফজলে, 'নেক্‌-নাম' কায়েম রাখিবার জামীন-স্বরূপ এবং যিনি এই উপায়ে নিজ 'নেকী' কায়েম রাখিতে প্রয়াস পাইবেন, আল্লাহ্‌-তা'লা হয়তো তাঁহার সন্তানগণকেও 'নেকী-প্রতিষ্ঠাতা করিবেন।

৯। যিনি কাহাকেও 'নেক্' কার্য্যের উদ্দীপনা ও উৎসাহ দান করেন সেই কার্য্যের পুণ্যফলের তিনিও ভাগী হন। অতএব আপনি হিস্সা গ্রহণ করিয়া থাকিলে অপরকে হিস্সা গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করুন এবং সকলকে এই আহ্বান পৌঁছাইয়া দিন। আপনি যদি অক্ষমতা বশতঃ স্বয়ং হিস্সা গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তবু অপরকে অনুপ্রাণিত করুন, যেন যে 'সোয়াব' আপনি নিজ অর্থ-দ্বারা লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা অপরের অর্থ-দ্বারা আপনার লব্ধ হয়।

১০। সর্ব্বশেষে আমি আপনাকে এই উপদেশ দিতেছি যে, আল্লাহ্‌তা'লার নিকট দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্‌তা'লা এই তাহরিককে আশীষ-যুক্ত করেন এবং ইহাতে হিস্সা-গ্রহণকারী ভ্রাতাগণের ধনসম্পত্তি, প্রাণ ও সম্মানে 'বরকত' দেন এবং তাঁহাদের এক চিরস্থায়ী পুণ্য-স্মৃতি কায়েম করেন এবং এই তাহরিকের সাহায্যে খোদার অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কোটি কোটি বান্দার খোদা-দর্শন লাভ হয় এবং ইস্‌লামের বাণী গৌরবান্বিত হয়।

অমৃত বাণী

[হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)]

"দজ্জালিয়ত" বা অধর্ম্মের ফাঁদ

"এই জমানার 'দজ্জালিয়ত' বা অধর্ম্ম মাকড়সার ন্যায় বহু তার বিস্তৃত করিতেছে—'কাফের' (ধর্ম্ম-দ্রোহী) তাহার 'কোফ্‌র' (ধর্ম্ম-দ্রোহীতা), মোনাফেক (কপট) তাহার নেফাক্' (কপটতা), এবং সুরাপায়ী তাহার সুরাপান, মৌলবী তাহার "কথা বলা ও কার্য্য না করা" এবং তাহার অন্তরের কালিমা দ্বারা 'দজ্জালিয়ত' বা অধর্ম্মের তার প্রস্তুত করিতেছে। এখন **স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ অস্ত্র ব্যতীত** কেহ এই তার সমূহ কর্ত্তন করিতে পারিবে না; এবং **স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ ইসা ব্যতীত** কেহ এই অস্ত্র সঞ্চালন করিতে পারিবে না; এবং সেই ইসা অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

وکان وعد الله مفعولا ("নেশান-আস্‌মানী", পৃঃ ৯)।

সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য মানব

"যে অপরাধী অবস্থায় খোদাতা'লার সমীপে উপস্থিত হইবে তাহার জন্য এরূপ এক "জাহান্নাম" (নরক) হইবে যাহাতে সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না। 'বদ্-বখ্‌ত' (দুর্ভাগা) সেই মানব যে একবার 'একরার' (সত্য-গ্রহণ) করিয়া পুনরায় আপন প্রভুকে অসন্তুষ্ট করে এবং বড়ই 'বদ্-নসিব' (হতভাগা) সেই ব্যক্তি যে কোন অন্যায় কর্ম্ম করিয়া সারা জীবনের পুণ্য সমূহ বিনাশ করিয়া দেয়।" ("নেশান-আসমানী", পৃঃ ২)

সর্ব্বাপেক্ষা অপদস্থ মানব

"মোনাফেক (কপটাচারী) অপেক্ষা অধিকতর অপদস্থ আর কেহই নয়।

ان المنفقين فى الدرک الاسفل من النار

মোনাফেক খোদার নিকটও অপদস্থ এবং মানবের নিকটও অপদস্থ।" ("এজাজ-আহমদী", পৃঃ ১২ ও ৩৪)

পরকালের সম্বল

"এই দুনিয়া কয়েকদিনের অতিথিশালা মাত্র। পরকালের জন্য সৎকর্ম্ম করিয়া প্রস্তুত হওয়া উচিত। 'মোবারক' (ধন্য) সেই ব্যক্তি যে পরকালের সম্বল সংগ্রহ করিবার জন্য দিবারাত্র ব্যস্ত থাকে।" ("নেশান-আস্‌মানী" পৃঃ ৬)।

দোয়াগ্রহণ ও মাতা-সন্তানের দৃষ্টান্ত

"যে ব্যক্তিকে দোয়া (প্রার্থনা) করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়, তাঁহার জন্য দোয়ার 'কবুলীয়ত' এবং 'এস্তেজাবাত'ও 'মোকাদ্দর' হয় (অর্থাৎ, তাঁহার প্রার্থনা গৃহীত হয়—সঃ আঃ)। কিন্তু যে ভাবে প্রার্থনা করা হয় ঠিক সেই ভাবেই গৃহীত হওয়ার কোন নিশ্চয়তা নাই। কেননা, মানুষ কোন বিষয় চাইতে ভুল করিতে পারে। যেমন, শিশু কখন কখন সাপ ধরিতে চায়, কিন্তু তাহার স্নেহশীলা মাতা জানেন যে, সাপ ধরিলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে, সুতরাং তিনি তাহাকে সাপের পরিবর্ত্তে কোন সুন্দর খেলনা দিয়া দেন।" ("আল্‌হাকাম', নং ২৩, গ্রন্থ ৩, পৃঃ ৪)

গর্ভ বিনাশ করিও না

"গর্ভ নষ্ট করিও না, এবং সকল প্রকার 'জেনা' বা ব্যভিচার হইতে 'পরহেজ' বা আত্মরক্ষা কর। কোন অবলার সম্মান লাঘবের উদ্দেশ্যে তাহার প্রতি 'বোহ্‌তান' বা দুর্নাম আরোপ করিও না।" ('আল-হাকাম', ১৭ জুলাই, ১৮৯৯)।

'বদ্‌-নজ্‌রি' বা কামলোলুপ দৃষ্টি করিও না

"না-মাহ্‌রম (যাহাদের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন নিষিদ্ধ নহে এরূপ) লোকের প্রতি কখনো দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না, কাম-লোলুপ ভাবেও না, কাম-মুক্ত ভাবেও না। কেননা, ইহাতে তোমাদের জন্য পদস্খলনের আশঙ্কা আছে।" ('আল্‌-হাকাম' ১৭ জুলাই, ১৮৯৯)।

নারী-শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হও

"তোমরা নিজ নিজ স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দান কর এবং ধর্ম্ম, জ্ঞান ও খোদা-ভীতিতে তাহাদিগকে পরিপক্ক কর এবং নিজ সন্তানদিগকেও জ্ঞান শিক্ষা দাও।" ('আল্‌-হাকাম', ১৭ জুলাই, ১৮৯৯)।

'বার্থ-কন্‌ট্রোল' বা জন্ম-রোধ ও ইসলাম *

কিছু কাল হইল, হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) সমীপে ইউরোপের 'বার্থ-কন্‌ট্রোল' বা জন্মনিরোধ আন্দোলনের উল্লেখ হইলে হুজুর বলেন যে, যদি কোন স্ত্রীলোকের জীবন বিপদাপন্ন হইবার আশঙ্কা হয় তবে ইহা অবলম্বন করা যায়, নতুবা নয়।

'বার্থকনট্রোল' আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ও সমর্থকগণের পক্ষ হইতে ইহার সাপক্ষে সবচেয়ে বড় দলীল যাহা পেশ করা হয় তাহা এই যে, বর্ত্তমানে দুনিয়ার লোকসংখ্যা এত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, জন্মরোধ না করিলে জগতে শীঘ্রই এরূপ অবস্থার উদ্ভব হইবে যে, জীবিকা-নির্ব্বাহের সংস্থান ফুরাইয়া যাইবে এবং সারা দুনিয়া মহা-বিপদ ও ধ্বংস-পথে পতিত হইবে।

অবশ্য ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, মহামারী এবং যুদ্ধবিগ্রহে প্রতি বৎসর কোটি কোটি লোক প্রাণত্যাগ করা সত্ত্বেও মোটের উপর দুনিয়ার লোকসংখ্যা ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু সংখ্যা-বৃদ্ধি দেখিয়া একথা মনে করা যে, কোন একদিন জগদ্বাসীর জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় অর্থাৎ খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য ফুরাইয়া যাইবে ইহা বড়ই ভ্রমাত্মক ও অদূরদর্শীতার কথা।

ইসলামের শিক্ষা এবং ইসলামের পেশ করা খোদা সম্বন্ধে যাহারা জ্ঞাত আছেন তাহারা মুহূর্ত্তের জন্যও এই ধারণা করিতে পারেন না যে, সংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে কোন দিন মানব-জাতি অন্নাভাবে মরিবে। কেননা, ইসলামের শিক্ষা এই যে, খোদাতালার ভাণ্ডার অফুরন্ত, ইহা কখনো শেষ হইবার নয় এবং খোদা যেমন 'খালেক' (স্রষ্টা), তেমনি তিনি 'রাজ্জাক' (আহারদাতা)—অর্থাৎ, তিনি যেমন সৃষ্টি করেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বান্দা বা সৃষ্টজীবের আহারেরও সংস্থান করেন। তিনি প্রস্তর-নিহিত কীটেরও আহারের সংস্থান করেন।

আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, যতই জগতের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ততই জীবিকা-নির্ব্বাহের বা অন্ন-সংস্থানেরও নব নব উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে। এই বিশ্বে মানবের অন্নসংস্থানের যে আরো কত উপায়

* ..... আল্‌ফজলে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে—সঃ, আঃ

অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে তাহার সীমা-নির্দ্দেশ করিবে কে? অতএব লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানব-জাতির জীবিকার অবসান হইবে, এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ও অমূলক।

এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়সুখ-সম্ভোগের জন্য এরূপ পন্থাবলম্বন নেহায়তই লজ্জাকর ও অমানুষিক কথা। কোন ভদ্রলোক ইহা কল্পনাও করিতে পারেন না।

ইসলাম এরূপ সব কারণেই জন্ম-রোধ নিষেধ করিয়াছে; **কেবল-মাত্র নারীর জীবন বাঁচাইবার জন্য ইহার অনুমতি দিয়াছে।**

ইসলামের এই বিধি-নিষেধ যে একান্তই যুক্তিসঙ্গত ও মানব-প্রকৃতি-সমর্থিত তাহা বর্ত্তমান "god-less" সোভিয়েট রুশিয়াও কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়াছে। সম্প্রতি তথায় এক আইন প্রবর্ত্তিত হইতেছে যাহাতে সরকারী হাসপাতাল বা চিকিৎসালয়ে জন্ম-রোধ বা গর্ভ নাশ সংক্রান্ত 'অপারেশন'—যাহা পূর্ব্বে আইন-সঙ্গত ছিল—নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং কেবল নারীর জীবন সঙ্কটের আশঙ্কা হইলেই জন্ম-রোধ বা গর্ভ-নাশের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সন্তান উৎপাদনকারী স্ত্রীলোকদিগের জন্য আর্থিক সাহায্যেরও ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে সন্তান-উৎপাদন করিতে উৎসাহিত করা হইয়াছে।

ধর্ম্ম-দ্রোহী সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে এরূপ আইন প্রণয়ন করা বাস্তবিকই ইসলামের শিক্ষার যুক্তিযুক্ততার ও ইহার মানব-প্রকৃতি-অনুযায়ী হওয়ার আর এক জলন্ত প্রমাণ।

আল্লাহ্‌তা'লা জগৎ-বাসীকে ইসলামের যাবতীয় শিক্ষার সৌন্দর্য্য ও উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিবার তৌফিক দিন এবং ক্রমশঃ জগতকে ইসলামের ছায়াতলে আনয়ন করুন, আমীন।

পবিত্র কোরাণের "পুরাতত্ত্ব"

(বিগত সালানা জলসায় হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানির (আইঃ) তৃতীয়দিবসের বক্তৃতার সার-মর্ম্ম)

[মৌলবী দৌলত আহমদ খাঁ খাদেম বি-এল]

২৮শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে জোহর এবং আসরের নামাজ একত্রে পাঠ করা হইলে হজরত আমিরুল-মোমেনিন সাড়ে চারি ঘণ্টা ব্যাপী কোরাণ মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সত্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে, তদ্বিষয়ে একটি অনন্যসাধারণ বক্তৃতা প্রদান করেন। দাক্ষিণাত্যে এক ভ্রমণ উপলক্ষে প্রাচীনকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দর্শনে তাঁহার মনে যে বিষয়ের উদ্রেক হইয়াছিল তাহার সূত্র ধরিয়া তিনি প্রাণী-সৃষ্টির ইতিহাস সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন। পুরাতত্ত্বের দিক দিয়া চিত্তাকর্ষক স্থান এবং স্মৃতি-স্তম্ভ সমূহ দর্শনে তাঁহার মনে কোরাণের পুরাতত্ত্বের কথা উদ্রেক হইয়াছিল। পৃথিবী এবং মানুষের সৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন বর্ণনার তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদর্শনে এবং ঈহুদীশাস্ত্র বাইবেলে (Old Testament-এ) প্রাণী-সৃষ্টি বিষয়ে যে প্রাচীন কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে তিনি তাহার উল্লেখ করেন। অতঃপর হজরত ডারউইনের ক্রম-বিকাশ-নীতির (Darwin's Theory of Evolution) আলোচনা করেন এবং যে প্রমাণের উপর উহার ভিত্তি তাহার সমালোচনা করেন; এতৎ-প্রসঙ্গে তিনি "মাথার-খুলির" (Skulls) কল্পিত প্রমাণ, (Principle of recapitulation) মানুষ এবং কোন জন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সাদৃশ্য এবং "লুপ্ত সংযোগ" (missing link) প্রভৃতি ডারউনীয় নীতির অত্যাবশ্যক অংশের উল্লেখ করেন।

"আদম" শব্দের অর্থ

অতঃপর হজরত প্রাণী সৃষ্টি-বিষয়ে কোরাণের আয়েত-সমূহের আলোচনা করেন এবং কোরাণের নির্দ্দিষ্ট আয়েত-সমূহ উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখান যে, সৃষ্টি ক্রম-বিকাশের ফল (সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিকগণ ক্রমবিকাশ দ্বারা যাহা বুঝেন, তাহা নহে); অনন্তকাল হইতে সৃষ্টি বিদ্যমান ছিল না (এমন এক সময় ছিল যখন সৃষ্টি ছিল না; তৎপর আল্লাহ উহার সৃষ্টি করেন); সৃষ্টি-পদ্ধতি বিভিন্ন পর্য্যায়ের মধ্য দিয়া আসিয়াছে—জল হইতে স্থল, তৎপর প্রাণী,—মানুষের পূর্ব্বপুরুষগণের তখন মস্তিষ্ক বা বুদ্ধিবৃত্তি জাগরিত হয় নাই, তৎপর ধীরে ধীরে তাহাদের স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ জ্ঞান হইল এবং তৎপর একটি প্রাথমিক মস্তিষ্ক বা

বুদ্ধিবৃত্তিও তাহাদের হইল। তখনই হইল বুদ্ধি-বৃত্তিশালী মানুষের সৃষ্টির সূচনা। মানুষের পূর্ব্বপুরুষরূপী সৃষ্ট জীবগণ এই অবস্থায়ই "মানুষ" নামে অভিহিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের ভালমন্দের বিচারশক্তি এবং প্রাথমিক (সামান্য রকমের) বুদ্ধিবৃত্তি জন্মিল, এই অবস্থায় যে মানুষের মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিকশিত হইয়াছিল, তিনিই ছিলেন "আদম"। এই অবস্থা হইতে মানুষ উন্নতি-লাভ করিয়া সভ্য প্রাণী হইল, সে তখন সঙ্ঘের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিল এবং সমাজের যে আদিম অবস্থায় সে বাস করিত তাহার আইন কানুনাদি একরূপ হওয়া উচিত তাহাও সে অনুভব করিল। তখন সে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে এবং কি কি আইন মতে ব্যবহার নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত তৎসমুদয় গঠন করিতে আরম্ভ করিল—তখনই সে পূর্ণবিকশিত মানুষে পরিণতঃ হইল। এই অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে মানুষ গহ্বরে বাস করিত; কিন্তু ভালমন্দের বিচার-শক্তি প্রদত্ত হওয়ার পর এবং বুদ্ধি-বিকাশের সূচনায় মানুষ গর্ত্ত ছাড়িয়া উন্মুক্ত ভূস্তরের উপরে আসিল, এবং তথায় রৌদ্রতাপে তাহার চর্ম্মের রং আস্তে আস্তে গোধুমবর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। "আদম" শব্দের অর্থই হইল "উন্মুক্ত ভূ-স্তর" এবং গোধুমবর্ণ। (wheat colour.)

আদমের "জন্ম" কালে এরূপ লোক ছিল যাহারা এই নূতন উদ্যম পছন্দ করে নাই; তাহারা উন্মুক্ত ভূস্তরে থাকার জন্য বাহির হইয়া আসিল না, গর্ত্তেই বাস করিতে লাগিল। এই সমস্ত লোকই কোরাণে উল্লিখিত 'জিন' ছিল।

পবিত্র কোরাণের আয়েত উদ্ধৃত করিয়া হজরত বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন যে, আদম "প্রথম-মনুষ" ছিল না। আদমের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই মানুষের অস্তিত্ব ছিল। তিনি ব্যাখ্যা করিয়া এই কথাও বুঝাইয়া দেন যে বিবি হাওয়া (Eve) আদমের "পার্শ্ব" বা "অস্থি-পঞ্জর" হইতে সৃষ্ট হন নাই, পরন্তু তাঁহার স্বতন্ত্র সত্তা ছিল; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি আদমের প্রকৃতি-সদৃশ ছিল।

"জিন" এবং "ইবলিস্"

"জিন" এবং "ইবলিস্" মানুষের মত একই জাতীয় জীব ছিল; তাহাদের এবং মানুষের মধ্যে পার্থক্য এই ছিল যে তাহারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন সামাজিক স্তরে বাস করিত। তখন "কোফর" এবং "ইমান" যথাক্রমে "জিন" এবং "ইন্‌সান" এই দুইটি শব্দদ্বারা বুঝান হইত। আধুনিক কালের নৃতত্ত্ব-বিষয়ক আবিষ্কার-সমূহের মধ্যেও একথার উল্লেখ আছে যে অতি প্রাচীনকালে প্রাণীর ক্রম-বিকাশের সময় এক প্রকার গর্ত্তবাসী লোক (Cave-men) বিদ্যমান ছিল। তাহারা পবিত্র কোরাণে উল্লিখিত "জিন্" ব্যতীত আর কেহই ছিল না। "জিন্" শব্দের অর্থ এমন লোক যে গুপ্তভাবে বাস করে। এরূপ অবস্থায় আদম এবং বিবি হাওয়ার সৃষ্টি হয়; মানুষের তখন কতকটা সামাজিক জ্ঞান জন্মিয়াছিল; প্রত্যাদেশ (Divine revelation) অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই অবস্থায়ই "উপজাতি" এবং "সম্প্রদায়" (Tribe and community) এর ভাব বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় ফলই তাহার প্রধান খাদ্য ছিল; বস্ত্র তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই; কোন এক রকমের একটি সামাজিক ব্যবস্থা এবং সহযোগিতার প্রাথমিক ধারণা মানুষের জন্মিয়াছিল। কোন কোন তৃণের গুণাগুণ প্রত্যাদেশ সাহায্যে আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দেন। খলিফা নামে অভিহিত এক নেতার বশ্যতা স্বীকার করিতে মানুষ আদিষ্ট হইল এবং অপরাধ করিলে যে শাস্তি হয় সেই ভাবটাও তখন জাগিয়াছিল। সমস্ত মন্তব্যের সমর্থনেই হজরত কোরাণের কোন না কোন আয়েত উদ্ধৃত করেন।

কোরাণের পুরাতত্ত্বের বিষয় ছাড়িয়া দিয়া কোন কোন প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে কোন কোন নবী এবং ধর্ম্মপুরুষদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অপবাদ আছে তৎসমুদয়ের কতেকের উল্লেখ করিয়া হজরত বলেন যে পবিত্র কোরাণের শিক্ষা এই যে ঐসমস্ত নবী এবং ধর্ম্মপুরুষগণ সকলেই নির্দ্দোষ ছিলেন এবং ঐসমস্ত অভিযোগ হইতে মুক্ত ছিলেন, তাঁহারা পবিত্র এবং সাধুলোক ছিলেন, এবং আল্লার মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন। যুগ যুগ ধরিয়া তাঁহারা সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। কোন কোন প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বিগণ যে বলিয়া থাকে যে আল্লার দৃষ্টিতে তাহারাই একমাত্র অনুগ্রহের পাত্র, প্রভুর মনোনীত লোক, তৎসম্বন্ধে হজরত কোরাণের শিক্ষার উল্লেখ করিয়া বলেন যে—এমন কোন জাতি নাই যাহার মধ্যে নবী আসেন নাই; প্রত্যাদেশের আলো আল্লাহ সকলকেই দান করিয়াছেন।

জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত একটি প্রাচীন মানমন্দির পরিদর্শনের কথা স্মরণ করিয়া হজরত পবিত্র কোরাণের "মান মন্দিরের" উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, উহাতে সুনিয়ন্ত্রিত জগৎ (Cosmos) সৃষ্টি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়; চন্দ্র, সূর্য্য এবং তারকা-সমূহ সম্বন্ধেও তথ্য পাওয়া যায় যে, মানবের ব্যাপারে উহাদের কোন প্রভাব আছে কি না এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা-সমূহ জানিবার জন্য তারকারাজির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না

করিয়া আল্লার হেদায়েত (Guidance) প্রার্থনা করা এবং সমস্ত মঙ্গল এবং সমস্ত সুখের জন্য তাঁহারই দ্বারস্থ হওয়া অধিকতর সমঞ্জস এবং সত্য-সঙ্গত কি না। গয়েবের (Unseen) জ্ঞান সম্পূর্ণ-রূপে আল্লাহ্‌তে নিহিত আছে। সময় সময় তিনি উহার যৎ-সামন্য অংশমাত্র মানুষের নিকট ব্যক্ত করেন। জ্যোতির্ব্বিদের জ্ঞান অনুমানের ফলমাত্র।

হজরত আরও বলেন যে ভ্রমণ ব্যপদেশে তিনি সমুদ্রও দেখিলেন, কিন্তু পবিত্র কোরাণের আধ্যাত্মিক "সমুদ্র"ও ত আমাদের নিকটে আছে, তাহা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের এক অসীম সমুদ্র; পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক সমুদ্র—জলের সমুদ্র—কাজে কাজেই সীমাবদ্ধ। কোরাণের আয়েত উদ্ধৃত করিয়া হজরত বলেন যে আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধনার্থ প্রয়োজনীয় সমস্ত সত্যই পবিত্র কোরাণে আছে; ইহা বিশ্বসীর জন্য "অনুগ্রহ" এবং "সুসংবাদ" বিশেষ। কোরাণের যে আয়েতে এই কথা আছে যে, সমস্ত বৃক্ষরাজি দ্বারা যদি কলম প্রস্তুত করা হয় এবং আটটি সমুদ্র যদি সমস্তই মসীতে পরিণত হয় এবং কেহ যদি কোরাণের জ্ঞান লিপিবদ্ধ করিতে উদ্যত হয় তথাপি কোরাণে ঐশ্বরীক সত্য-সমূহের যে জ্ঞান আছে, তাহার শেষ হইবে না। কোরাণের সেই আয়েতের উল্লেখ করিয়া তিনি পবিত্র কোরাণের সৌন্দর্য্যের বিরাটত্ব এবং উহার মধ্যস্থিত ঐশ্বরীক জ্ঞানের অফুরন্ততার উল্লেখ করেন। পবিত্র কোরাণ এই কথা বলিয়াছে যে, ইহা মানবের আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুরই ব্যাখ্যা করিয়াছে।

হজরত বলেন যে সেই মধ্যাহ্নের বক্তৃতার জন্য তিনি যে ষোলটি বিষয় (Points) নোট করিয়াছিলেন, তাহা তৎসমুদয়ের চারিটিমাত্র। অন্যান্য বিষয়গুলি তিনি পরে সময় মত বলিবেন।

উপসংহারে হজরত বলেন, কোরাণের এই জ্ঞান জগতকে দিতে হইবে। তাঁহার চিন্তা-মগ্ন অবস্থায়—জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় তিনি এই রত্নই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইদানিং এক ভ্রমণোপলক্ষে তিনি যখন একটি স্মৃতি-স্তম্ভের চূড়ায় দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন তখন তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইয়াছিল; তাহাতে যুগপৎ ভাবে তাঁহার মনে একদিকে যেমন শ্রেণীবদ্ধ ভাবে প্রাচীন অতীতের গৌরব এবং মহিমা প্রকটিত হইয়াছিল তেমনি তাঁহার মনে পবিত্র কোরাণের অন্তর্ভুক্ত আধ্যাত্মিক সত্য-সমূহের বিরাট এবং অফুরন্ত রত্নের—গৌরব এবং মাহাত্মারও উদয় হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন, জগতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র কোরাণ জ্ঞানের নব নব তত্ত্ব প্রকাশ করিবে। এই জ্ঞান পৃথিবীকে দান করার উদ্দেশ্যেই প্রতিশ্রুত মসিহের (আঃ) আবির্ভাব হইয়াছিল এবং ইহাকে দূর দূরান্তরে প্রচার করা আহমদিগণের কর্ত্তব্য।

জল্‌সার কার্য্য শেষ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়া হজরত অভ্যাগতদিগকে ইচ্ছা করিলে যাইবার অনুমতি দিলেন এবং তৎপর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী সহ নীরবে এক দোয়া করতঃ জল্‌সার উপসংহার করেন।

প্রবল "আল্লাহু আকবার", "আমিরুল-মোমেনিন জিন্দাবাদ", "আহমদীয়াত জিন্দাবাদ" এবং "হজরত মাহমুদ জিন্দাবাদ" ধ্বনির মধ্যে জল্‌সার লোক স্ব স্ব স্থানে গমন করেন।

২৮শে ডিসেম্বরের পূর্ব্বাহ্নের অধিবেশনে মৌলবী গোলাম আহাম্মদ মোজাহেদ, আহমদী মিশনারী, নবীদের মর্য্যাদা বিষয়ে আহমদিগণের বিশ্বাস সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে প্রতিশ্রুত মসিহ (আঃ) নবীদের প্রকৃত মর্য্যাদার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন নবীদের সম্মানের লাঘবকর অনেক কথা তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণ তাঁহাদের প্রতি আরোপ করিয়া রাখিয়া আছে, তৎসমুদয় একেবারে অমূলক ও ভিত্তি-হীন বলিয়া প্রতিশ্রুত মসিহ (আঃ) প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

অতঃপর সৈয়দ জয়নাল আবেদীন অলিউল্লাহ শাহ্‌ সাহেব "আঁহজরতের ভবিষ্য দ্বাণীসমূহ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং সেই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্ভুক্ত ১৮টি বিভিন্ন নিদর্শন বর্ণনা করেন।

ফেলিস্তীনের ভুতপূর্ব্ব মিশনারী মওলবী মোহাম্মদ সলীম সাহেব, আঁহজরতের (দঃ) ঐ ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন যাহাতে "প্রতিশ্রুত মসিহ "ধন বণ্টন" করিবেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। বক্তা বলেন যে উপরুক্ত হাদিস অনুসারে প্রতিশ্রুত মসিহের (আঃ) জাগতিক ধন নহে বরং আধ্যাত্মিক ধন বণ্টন করিবার কথা আছে।

জামেয়া আহমদীয়ার অধ্যাপক মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় বদর এবং অহোদ যুদ্ধদ্বয়ের ঘটনাবলী বর্ণনা করেন।

বালক বালিকাগণের জন্য একটি আদর্শ

হজরত আলীর দীক্ষা গ্রহণ

[মৌলবী দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম বি-এল]

বালক বালিকাগণ, তোমরা কি জান হজরত আলী (রাজি আল্লাহু আন্‌হু) কে ছিলেন? তিনি আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া-আলেহি অসাল্লাম) খুড়তুত ভাই ছিলেন। তিনি পরে এসলাম ধর্ম্মের একজন খলিফা হইয়াছিলেন। তিনি এরূপ বীর অথচ ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন যে হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা হজরত বিবি ফাতেমাকে (রাজি আল্লাহু আন্‌হা) তাঁহার নিটক বিবহ দেন। সেই বিবি ফাতেমার গর্ভে এবং হজরত আলীর ঔরসেই হজরত ইমাম হাসান ও হজরত ইমাম হোসেন (রাজি আল্লাহু আনহুম) জন্ম-গ্রহণ করেন।

যাক, সে অন্য কথা। আজ আমি তোমাদিগকে আর একটি কথা বলিতে যাইতে ছিলাম। তাহা হইল হজরত আলী কিরূপে এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তোমরা সকলেই জান যে আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যখন 'দ্বীন' ইসলাম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন তখন আরবদেশের সমস্ত লোকই তাঁহার শত্রুতা করিতে থাকে। তখনও পবিত্র 'দ্বীন' ইসলামে দুই চারিজনের বেশী লোক প্রবেশ করেন নাই। হজরত আলী তখন তের চৌদ্দ বৎসরের এক বালক মাত্র। হজরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) নিজের আত্মীয় স্বজনকে তাঁহার প্রচারিত 'দ্বীন' ইসলাম বুঝাইবার জন্য একটি জিয়াফতের (ভোজের) আয়োজন করিলেন। তাহাতে তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলে সমবেত হইয়া খানাপিনা শেষ করিয়া যখন যাইতে উদ্যত হইলেন তখন আমাদের নবী (সাঃ) সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখুন, আমি আপনাদের জন্য এমন একটি বাণী আনিয়াছি যে, কোন ব্যক্তিই নিজের আত্মীয় স্বজনের জন্য ইহার চেয়ে উত্তম বাণী আনেন নাই। অতএব (আপনাদের মধ্যে) কে আমার সহায় হইবেন?" সকলেই নীরব রহিলেন এবং সভায় সর্ব্বত্র নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। এমন সময় সভার এক প্রান্ত হইতে তের চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক একটি ক্ষীণকায় এবং দুর্ব্বল বালক অশ্রুনিক্ষেপ করিতে করিতে বলিল, "যদিও আমি দুর্ব্বল এবং সকলের চেয়ে বয়সে ছোট তথাপি আমি আপনার সাথী হইব।" এই আওয়াজ হজরত আলীর (রাঃ) ছিল। সমবেত সমস্ত লোক এই দৃশ্য দেখিয়া কোথায় উপদেশ লাভ করিবে, না, ইসলাম এবং হজরত রসুলুল্লার (সাঃ) দুর্ব্বল অবস্থা দেখিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে করিতে স্ব স্ব বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

সমাজের নেতা বড় বড় আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহার কথায় ঠাট্টা বিদ্রূপ এবং এই নূতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল ও হজরত আলী (রাঃ) তের চৌদ্দ বৎসর বয়সে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সারাজীবন নিজের ধন প্রাণকে নানা-প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া সেই প্রতিজ্ঞায় অটল অচল রহিয়াছিলেন। এই জন্যই আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের নিকট তিনি এরূপ সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং এই জন্যই জগতের কোটি কোটি মোসলমান তাঁহাকে অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

পুণ্য সঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ!

স্বয়ং 'আহমদীর' গ্রাহক হউন ও গ্রাহক সংগ্রহ করুন!!

الحمد لله و السلام على عباده الذين اصطفى

বশীরের মৃত্যু সম্বন্ধে সত্য-সন্ধ বক্তৃতা

(প্রতিশ্রুত মসিহের (আঃ) সবুজ ইস্তাহারের বঙ্গানুবাদ)

[মৌলবী দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম বি-এল]

প্রকাশ থাকে যে আমার ছেলে বশীর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট রবিবার দিন জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৪ ই নভেম্বর সেই রবিবার দিন প্রাতঃকালীন নামাজের সময় ষোলমাস বয়ক্রমকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হইলে তাঁহার মৃত্যুকে উপলক্ষ করিয়া নির্ব্বোধ লোকদের মধ্যে অদ্ভুত রকমের এক আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে—এবং আপন পর সকলেই নানা রকমের নির্ব্বুদ্ধিতা এবং হৃদয়ের কুটিলতা প্রকাশিত করিয়াছে; কথায় কথায় সত্যের অপলাপ এবং বিরুদ্ধাচরণই যাহাদের ধর্ম্ম আমার সেই সমস্ত বিরুদ্ধবাদী আমার এই ছেলের মৃত্যু উপলক্ষে নানারকমে সত্যের অপলাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই নিষ্পাপ ছেলের মৃত্যু উপলক্ষে কোন বক্তৃতা বা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রথমে আমার মোটেই ছিল না এবং প্রকাশ করিবার দরকারও ছিল না; কেননা ইহার মধ্যে এমন কোন কথা ছিল না যে, উহাতে কোন বুদ্ধিমান লোক সংশয়ে পড়িতে পারে; কিন্তু যখন এই আন্দোলন চরম সীমায় পৌঁছিল এবং অপরিপক্ক-বুদ্ধি এবং নির্ব্বোধ স্বভাবের মোসলমানদের মনে ইহা এক অনিষ্ট-কর প্রভাব বিস্তার করিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইল তখন আমি মাত্র আল্লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এই বক্তৃতা প্রকাশ করা সমীচীন মনে করিলাম।

এক্ষণে পাঠকদের নিকট প্রকাশ থাকে যে কোন কোন বিরুদ্ধ-বাদী উপরুক্ত পরলোকগত পুত্রের মৃত্যুর উল্লেখ করিয়া নিজ নিজ বিজ্ঞাপন এবং পত্রিকাদিতে বিদ্রূপ করিয়া লিখিতেছে যে ইহা সেই শিশু ছিল যাহার সম্বন্ধে ১৮৮৬ খৃষ্টব্দার ২০ শে ফেব্রুয়ারী তারিখের এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখের বিজ্ঞাপনে এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখে এই কথা প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, সে গৌরব, মহিমা এবং ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইবে এবং বিভিন্ন জাতি তাহার নিকট আশীষ লাভ করিবে। কেহ কেহ নিজেদের বিজ্ঞাপনে এরূপ স্বকপোল-কল্পিত মিথ্যাক্তি * লিখিয়াছে যে, সেই ছেলে সম্বন্ধে এইরূপ ঐশী-বাণী প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, সে একাধিক রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিবে।

কিন্তু পাঠকগণের নিকট প্রকাশ থাকে যে যাহারা এরূপ সমালোচনা করিয়াছে, তাহারা ঘোর আত্ম-প্রবঞ্চনা করিয়াছে, অথবা (অপরকে) প্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে, যে মৃতছেলের জন্মের মাস ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস তাহার সম্বন্ধে আমার পক্ষ হইতে যত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে এবং লেখরাম পেশোয়ারী নিজের বিজ্ঞাপনে আপন কথার প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছে, সেই গুলির মধ্য হইতে

---

* মন্তব্য :—এই মিথ্যাবাদী পেশাওরের লেখরাম। সে উপরুক্ত তিনটি বিজ্ঞাপন-ই নিজের দাবীর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ নিজের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াছে। যথা সে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখের উল্লেখ করিয়া তাহার বিজ্ঞাপনে—"আমার নিকট ইহা প্রকাশিত হইয়াছে যে, সেই শিশু শীঘ্র জন্ম লাভ করিবে"—আমার এই কথাগুলি প্রকাশ করিয়াছে:.....কিন্তু সেই বাক্যের পরবর্ত্তী বাক্য, অর্থাৎ—"এই কথা প্রকাশ করা হয় নাই যে এখন যে ছেলে হইবে সে-ই সেই ছেলে, না, সেই ছেলে আগামী নয় বৎসরের মধ্যে কোন সময় জন্ম-লাভ করিবে"—এই বাক্যকে সে ইচ্ছা করিয়াই প্রকাশ করে নাই, কেননা তাহা তাহার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী এবং তাহার বিকৃত বুদ্ধিকে সমূলে কাটিয়া দিত। সত্যের দ্বিতীয় অপলাপ এই হইয়াছে যে, লেখরামের উপরুক্ত বিজ্ঞাপনের পূর্ব্বে আমার উপরুক্ত তিনটি বিজ্ঞাপনের প্রত্যুত্তরে আর্য্য-সমাজীদের পক্ষ হইতে অমৃতশহরের চশ্‌মাহে নূর প্রেসে একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হইয়াছে। তাহাতে তাহারা পরিষ্কার স্বীকার করিয়াছে যে, সেই ছেলেই প্রতিশ্রুত সংস্কারক এবং দীর্ঘ জীবন-প্রাপ্ত ছেলে হইবে, না, অপর কেহ, তাহা সেই বিজ্ঞাপন হইতে বুঝা যায় না। লেখরাম সেই স্বীকারুক্তিকে কোথাও উল্লেখ করে নাই। আর্য্যসমাজীদের প্রথম বিজ্ঞাপন যে লেখরামের বিজ্ঞাপনের মূলোৎপাটন করিতেছে তাহা বেশ প্রমাণিত হইল। সেই বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য যাহার হেডিং তাহার অবস্থানুযায়ে নিম্নলিখিতরূপ :—"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ষড়যন্ত্রকারীগণকে ভালবাসেন না"।

কোন ব্যক্তি এরূপ কোন একটি অক্ষরও দেখাইতে পারে না যাহাতে এই দাবী করা হইয়াছে যে, যে ছেলের মৃত্যু হইয়াছে সেই ছেলেই প্রতিশ্রুত সংস্কারক এবং দীর্ঘজীবী লোক হইবে। বরং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখের বিজ্ঞাপন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখের বিজ্ঞাপন যাহা উপরুক্ত ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখের বিজ্ঞাপনের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত হইয়াছিল এবং উহার উল্লেখ করিয়া বশীরের জন্মদিনে প্রকাশ করা হইয়াছিল, উহাতে পরিস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ঐশী-বাণীদ্বারা এখনও সেই কথা পরিস্কার করা হয় নাই যে এই ছেলেই প্রতিশ্রুত সংস্কারক এবং দীর্ঘায়ুর ছেলে, না অপর কোন ছেলে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে বিদ্বেষ-বশে তাহারা স্বাভাবিক গালাগালী এবং কুকথা-পূর্ণ বিজ্ঞাপনে উপরুক্ত বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করিয়া দোষারোপ ত করিয়া দিয়াছে, কিন্তু চক্ষু খুলিয়া ঐ সমস্ত বিজ্ঞাপন একটু পড়িয়া লয় নাই যেন অতি তাড়াতাড়ি করার লাঞ্ছনা হইতে বাঁচিতে পারে। চরম পরিতাপের বিষয় এই যে, যে সমস্ত আরিয়া পণ্ডিত বাজারে দাঁড়াইয়া এই বলিয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়ায় যে, মিথ্যা বর্জ্জন করা এবং সত্যকে মানা এবং গ্রহণ করাই তাহাদের নীতি, তাহারা কেন এরূপ মিথ্যাবাদী লোকদিগকে মিথ্যা কথা বলিতে নিষেধ করে না। সুতরাং আশ্চর্য্যের কথা এই যে কথার দ্বারা এই ধর্ম্ম ত সর্ব্বদাই প্রচার করা হয়, কিন্তু কাজের বেলায় কখনও আমলে আসে না। কি পরিতাপের বিষয়!

মোটের উপর কথা হইল যে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখের বিজ্ঞাপন-দ্বয়ে, যে ছেলে জন্ম গ্রহণ করিবে সে কিরূপ হইবে এবং কি কি গুণের অধিকারী হইবে তাহার উল্লেখ নাই। বরং এই দুইটি বিষয়ই ঐশী বাণীতে বিস্তারিত ভাবে আসে নাই। *

---

* ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিলের বিজ্ঞাপনের ভাষা এই ছিল যে জন্ম-গ্রহণ করিবে এই ছেলে-ই সেই ছেলে, অথবা সেই ছেলে অপর একটি ছেলে শীঘ্রই জন্ম-লাভ করিবে.....কিন্তু এখন-ই যে ছেলে ৮ই এপ্রিল, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বাটালার চশ্‌মায়ে কাদেরী ছাপাখানায় কোন সময় ৯ বৎসরের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিবে তাহা বলা হয় নাই। বিজ্ঞাপনের ভাষা এই যে :—হে পাঠকগণ! যে একটি পুত্র সন্তান সম্বন্ধে আমি মুদ্রিত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখের আমি আপনাদিগকে সুসংবাদ দিতেছি যে, সেই সন্তান ১৬ই জিলকদ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখের বিজ্ঞাপনে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম, লাহোর ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য। উত্তেজনার মুখে মোতাবেক ৭ই আগষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্টে সেই মৃত সন্তানটি সেই প্রতিশ্রুত সংস্কারক এবং দীর্ঘায়ুর অধিকারী লেখরাম পেশওয়ারী যে তিনটি বিজ্ঞাপন পেশ করিয়াছে সেইগুলির মধ্যে হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি এরূপ কোন কথার গন্ধও পাওয়া যায় কি? চিন্তা কর এবং ভাবিয়া দেখ।

হাঁপ কাশের বড়ী

ব্যবহার মাত্র শ্বাস যন্ত্রণা নিবারণ হয়; নিয়মিত সেবনে নিরাময় করে
পুরাণ জমাট কাশ তরল করিয়া উঠাইয়া দেয়।

মূল্য ১৸০ আনা, স্যাম্পল চারি আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

এ, এ, কে, চৌধুরী, নাটোর, রাজসাহী

খেলাফত জুবিলী কখন এবং কিরূপে অনুষ্ঠিত হইবে

বন্ধুগণের পরামর্শ চাই

[হজরত মীরজা বশীর আহমদ সাহেব এম-এ]

খেলাফত-জুবিলীর সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এখন স্বতঃই প্রশ্ন হয়, এই জুবিলী কখন এবং কিরূপে সম্পাদিত হইবে। আগামী ১৪ই মার্চ্চ হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল-মহিস সানির (আইঃ) খেলাফতের ২৫ বৎসর পূর্ণ হইবে। কিন্তু কোন মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার দিনই যে জুবিলী করিতে হয়, এরূপ কোন কথা নয়। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর যে কোন উপযুক্ত সময়ে তাহা সম্পাদিত হইতে পারে।

এই সম্পর্কে এক প্রস্তাব এই যে, ১৯২৯ সনের সালানা-জলসাকেই জুবিলী উৎসবের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে, অর্থাৎ, সেই সম্মিলনী জুবিলীর সম্মিলনী হইবে। ইহাতে এক সুবিধা এই আছে যে, বৎসরে দুইটি সম্মিলনীর পরিবর্ত্তে একই সম্মিলনীতে উভয় উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, এবং যেহেতু জলসা উপলক্ষে এম্‌নি লোক-সমাগম হইয়া থাকে, তাহাতে আর একটু অধিক চেষ্টা করিলে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অনায়াসেই সাধিত হইতে পারে এবং জমাত দুই সফরের তক্‌লিফ এবং খরচ হইতে অব্যাহতি পাইবে। দ্বিতীয়তঃ ডিসেম্বরের শেষ-ভাগে যেহেতু ছুটি অধিক থাকে এবং তৎকালে কৃষক বন্ধুগণও অধিক অবসর থাকেন, অতএব কৃষি-ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবী এই উভয় শ্রেণীর লোকের জন্য উহা সুবিধাজনক হইবে। অধিকন্তু, যেহেতু জলসা হইতে আরো বিলম্ব আছে, অতএব জুবিলীর প্রোগ্রাম তৈয়ার করিতেও সুবিধা হইবে এবং প্রত্যেক বিষয় সহজে এবং উত্তম ভাবে সম্পাদিত করা যাইবে। আর একটি সুবিধা এই হইবে যে, যে বন্ধু কোন বিশেষ অসুবিধা বশতঃ ১৯৩৯ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত জুবিলীর চাঁদা আদায় করিতে অসমর্থ বলিয়া এই তাহরিকের চাঁদার প্রতিশ্রুতি করেন নাই, তাঁহারাও এই পুণ্য-কার্য্যে যোগদান করিবার সুযোগ লাভ করিবেন।

অতএব বন্ধুগণ এই বিষয়ে আপন আপন পরামর্শ দান করিবেন এবং কাদিয়ানের নাজের-আলা সাহেবকে তাহা জানাইবেন, কারণ তিনিই এই কার্য্যের অধ্যক্ষ। কিন্তু বন্ধুগণ স্মরণ রাখিবেন, এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত আগামী মার্চ্চ বা এপ্রিল মাসে জুবিলী হইবে মনে করিয়াই আপন আপন প্রচেষ্টা জারি রাখিবেন এবং তাহাতে শৈথিল্য করিবেন না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কিরূপে জুবিলী সম্পাদিত হইতে পারে?...অবশ্য আমাদের জুবিলী দুনিয়ার লোকদের জুবিলীর মত হইবে না, ধর্ম্মের রঙ্গেই রঞ্জিত হইবে এবং সিলসিলার তবলীগ, প্রচার, শক্তিবর্দ্ধন এবং খোদাতা'লার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনই আসল উদ্দেশ্য হইবে।

আপাততঃ এই অনুষ্ঠান নিম্ন লিখিত উপায়ে সাধিত হইতে পারে:—

১। কাদিয়ানে সর্ব্ব-সাধারণের এক বিরাট 'জালসা' বা সম্মিলনীর অধিবেশন করিয়া তাহাতে এই সত্য সিলসিলা এবং দ্বিতীয় খেলাফত সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা এবং এই সম্মিলনীতে যোগদান করিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বরং সম্ভব হইলে বহির্দ্দেশের বহু সংখ্যক গয়ের-আহমদী এবং গয়ের-মোসলেম বন্ধুগণকে কাদিয়ান আসিতে নিমন্ত্রিত করা এবং আহমদী বন্ধুগণ যাহাতে অধিক সংখ্যায় যোগদান করেন তাহার চেষ্টা করা এবং সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে স্ত্রীলোকদের জন্য সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন জলসার বন্দোবস্ত করা।

২। এই উপলক্ষে সিলসিলার পক্ষ হইতে সিলসিলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধর্ম্ম-বিশ্বাস, উদ্দেশ্য ও সংগঠন ইত্যাদি বিষয় হৃদয়-গ্রাহী ভাবে বর্ণনা করিয়া এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ণ করতঃ অতি উত্তম রূপ ও আকৃতিতে তাহা মুদ্রিত করিয়া জুবিলী-উপলক্ষে আগত গয়ের-আহমদী ও গয়ের-মোসলেম অতিথিগণকে তাহা সিলসিলার পক্ষ হইতে উপহার স্বরূপ দেওয়া; কিন্তু আহমদীদিগের মধ্যে মূল্য লইয়া বিক্রয় করা, যেন, ইহার খরচ সংগ্রহ হয়।

৩। এই উপলক্ষে আল্‌ফজলের এক বিশেষ "জুবিলী সংখ্যা" প্রকাশ করা এবং তাহাতে খেলাফত-সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা এবং দ্বিতীয় খেলাফতের 'বরকত' বা মহাশীষ সংক্রান্ত প্রবন্ধ থাকা এবং তাহার একাংশে কিছু তবলীগী এবং জ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধও সন্নিবেশিত হওয়া এবং সম্ভব হইলে ইহার উপযোগী ছবিও ইহাতে সন্নিবেশিত করা এবং অন্ততঃ পক্ষে দশ হাজার কপি প্রকাশ করা যেন তাহাতে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) এক অভিলাষও এক রূপে পূর্ণ হইয়া যায় যাহা তিনি "রিভিউ-অব-রিলিজিয়নস্" নামক পত্রিকা সম্পর্কে প্রকাশ করিয়াছেন যে, উহার দশ হাজার কপি প্রকাশিত হউক।

৪। এই উপলক্ষে স্মৃতি রক্ষার্থ হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সাহাবাদিগের (রাঃ) এক ফটো গ্রহণ করা এবং তাহাতে হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানিও (আইঃ) বিদ্যমান থাকিয়া শোভা বৃদ্ধি করা এবং যাঁহারা জুবিলী ফাণ্ডে নিজ নিজ আয়ের দেড় গুণ চাঁদা দিয়াছেন তাঁহারাও ইহাতে শরিক থাকা। যদি একই ফটোর জন্য এই সংখ্যা অধিক বোধ হয় তবে সাহাবাগণের এবং চাঁদা-দাতাগণের ভিন্ন ভিন্ন ফটো গ্রহণ করা এবং প্রত্যেক ফটোতেই হজরত আমিরুল-মোমেনীনকে (আইঃ) যোগদান করিতে অনুরোধ করা।

৫। এই উপলক্ষে জলসার রাত্রিতে কাদিয়ানে সকল মসজিদ, মিনারাতুল-মসিহ, মকবেরা বেহেস্তি, হজরত আমিরুল-মোমেনীনের (আইঃ) দফ্‌তর এবং সিল্‌সিলার অন্যান্য পাব্‌লিক বিল্ডিং আলোকিত করা। হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) জমানায়ও কোন কোন আনন্দের ঘটনা উপলক্ষে এরূপ করা হইয়াছে। ইহা আনন্দের এক স্বাভাবিক প্রকাশ ছাড়া সর্ব্ব-জগতে আল্লাহ্‌ তা'লার সিল্‌সিলার 'নূর' দ্রুত পৌঁছাইবার আন্তরিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টার এক অভিব্যক্তিও হইবে।

৬। এই উপলক্ষে জমাতের নিঃস্ব, পিতৃমাতৃহীন ও দরিদ্র লোকদিগকেও সাহায্য করা, বা খাওয়ান।

৭। এই উপলক্ষে নেশনেল-লীগ এবং খোদ্দামুল-আহমদীয়ারও এক বিরাট সভা করা এবং উপযুক্তরূপে উভয়ের কার্য্য প্রদর্শন করা।

৮। সম্ভব হইলে এই উপলক্ষে কাদিয়ানে এক বিরাট প্রসেসন বাহির করা এবং তাহাতে প্রত্যেক জমাতের পৃথক পৃথক দল এবং পতাকা থাকা এবং পতাকায় উপযুক্ত বাক্য লিপিবদ্ধ করা এবং এই প্রসেসনে খোদাতা'লার প্রশংসা-জ্ঞাপক গান করা এবং মধ্যে মধ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাও প্রদান করা।

৯। এই উপলক্ষে কাদিয়ানে এক পবিত্র কবিসম্মিলনীর অধিবেশন করা যাহাতে সিল্‌সিলার বিশিষ্ট কবিগণ আহ্‌মদীয়া সিলসিলা, হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এবং খেলাফতের 'বরকত' সম্বন্ধে নিজ নিজ কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইবেন। উত্তম কবিতাগুলি একত্র মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা হইবে, কিম্বা পূর্ব্বেই নির্ব্বাচিত করিয়া মুদ্রিত করিয়া রাখা যাইতে পারে এবং সভায় তাহা বিতরণ করা যাইতে পারে।

১০। সম্ভব হইলে এই উপলক্ষে সদর আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) এবং হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) প্রণীত এমন কোন পুস্তক বা পুস্তিকা যাহা বর্ত্তমানে দুর্লভ তাহা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা যেন এই অমূল্য ধনাগারের কোন জিনিষ অপ্রাপ্য না থাকে এবং সিলসিলার তবলীগে এক নব জীবন আসে।

১১। এই উপলক্ষে হজরত আমিরুল-মোমেনী খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) খেদমতে তৎপ্রতি ভক্তি ও প্রণয় প্রকাশ করিয়া খেলাফত জুবিলী ফাণ্ডের সংগৃহীত টাকার একটি চেক সহ এক অভিভাষণ পেশ করা এবং হুজুরের ইচ্ছামত এই অর্থ খরচ করিতে অনুরোধ করা।

১২। যদি ১৯৩৯ সনের সালানা-জলসার সময়ই জুবিলী করা সাব্যস্ত হয় তবে উক্ত জলসার প্রোগ্রাম তিন দিবসের স্থলে চারি বা পাঁচ দিবস করা, যেন সমস্ত কাজ সহজে সম্পন্ন করা যায়।

ঈদৃশ আরো কাজের বিষয় চিন্তা করা যাইতে পারে। অতএব বন্ধুগণের এসম্বন্ধে পরামর্শ আবশ্যক এবং পরামর্শ নাজের-আলা সাহেবের নামে প্রেরণ করা উচিত।

"খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া" ও "লজ্‌না-আমাউল্লাহ্‌" গঠন করিবার উদ্দেশ্য

আহমদীয়া জমাতের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য—সন্তান-সন্ততির 'তরবীয়ত'

যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আমাদের কি করিতে হইবে

[হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌ সানির (আইঃ) ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখের খোৎবার সার-মর্ম্ম—বঙ্গানুবাদ]

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

আমি পূর্ব্বেও জমাতকে সর্ব্বদা উপদেশ দিয়া আসিয়াছি যে, **জাতির উন্নতি ও কৃতকার্য্যতার জন্য** কোন এক পুরুষ বা Generation এর তরবীয়ত যথেষ্ট নহে। কোন দীর্ঘ প্রোগ্রাম তখনই সফল-কাম হইতে পারে যখন ক্রমাগত কয়েক পুরুষ তাহা পূর্ণ করিতে সচেষ্ট থাকে। কোন প্রোগ্রাম পূর্ণ করিতে যে সময়ের আবশ্যক ততটুকু সময় তাহার জন্য উৎসর্গ না করিলে তাহা কখনো সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইতে পারে না। যথা—এক পর্ণ-কুটির তৈয়ার করিতে মাসেক কাল আবশ্যক। যদি কেহ পনর দিন কাজ করিয়া তাহা ছাড়িয়া দেয় তবে স্বতঃই সেই কুটিরের নির্ম্মাণ অপূর্ণ থাকিবে এবং ক্রমে উহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তদ্রূপ, যে গৃহ তৈয়ার করিতে তিন মাস কাল আবশ্যক যদি কেহ এক মাস বা দেড় মাস কাজ করিয়া তাহা ছাড়িয়া দেয় তবে তাহাও নির্ম্মিত হইতে পারে না, যদিও পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তি হইতে এই ব্যক্তি অধিক সময় উৎসর্গ করিয়াছে। কাজ তিন মাসের ছিল বলিয়া দেড় মাস কাজ করা সত্ত্বেও তাহা অপূর্ণ রহিল। তদ্রূপ, যে প্রাসাদ তৈয়ার করিতে দুই তিন বৎসর কাল আবশ্যক, যদি কেহ উহাতে এক বৎসর কালও কাজ করে তবু তাহা প্রস্তুত করিতে পারিবে না। সে এই কথা বলিতে পারে না যে, প্রথমোক্ত কুটির তো এক মাসে সম্পাদিত হইতে পারিত এবং শেষোক্ত গৃহ তিন মাসে, তবে আমি এক বৎসর কাজ করিয়া কেন ইহার নির্ম্মাণ শেষ করিতে পারিব না? কারণ এই যে, সে যে কাজ আরম্ভ করিয়াছিল তাহা সম্পাদনের জন্য তিন বৎসর দরকার ছিল। অতএব যদি সে এক বৎসর বা দুই বৎসরও কাজ করিয়া কাজ ছাড়িয়া দেয় তবে তাহার এই দুই বৎসরের কাজ ও বিনষ্ট হইবে।

কোন কোন কাজ আবার এরূপ যে, তাহা সম্পাদনের জন্য পনর, বিশ বা ত্রিশ বৎসর সময়ের দরকার। এই কাজ যদি কেহ পনর বৎসর করিয়া ছাড়িয়া দেয়, তবে নিশ্চয়ই অসম্পাদিত থাকিবে; কারণ, এই কার্য্যের জন্য বিশ-ত্রিশ বৎসরের আবশ্যক ছিল। তদ্রূপ কতিপয় কাজ সাধন করিতে শত বৎসর আবশ্যক হয়। এই শত বৎসরের কাজ যদি কেহ পঞ্চাশ, ষাট বা শত্তর বৎসর করিয়া ছাড়িয়া দেয় তবে নিশ্চয়ই তাহা অপূর্ণ থাকিবে।

আমাদিগকে এই নিগূঢ়-তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য এবং কোন কোন কাজ যে সময়ের সহিত সংবদ্ধ থাকে, তাহা বুঝাইবার জন্য আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁহার কাজের জন্য বিভিন্ন সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি 'এতেরাজ' করিয়া থাকে যে, খোদা যেহেতু কোন কাজ সম্বন্ধে "কুন্‌" বলিলেই তাহা সম্পাদিত হইয়া যায়, অতএব তাঁহার জন্য এক সেকেণ্ডে সমস্ত কাজ করা কঠিন নয়। অবশ্য ইহা সত্য কথা যে, খোদাতা'লা ইচ্ছা করিলে এক সেকেণ্ডেই সমস্ত কাজ করিতে পারেন; কিন্তু যদি খোদাতা'লা এক সেকেণ্ডেই সমস্ত কার্য্য করিয়া ফেলিতেন, তবে মানুষের মধ্যে 'এস্তেকালাল' বা অধ্যবসায় সৃষ্টি হইত না এবং মানুষের সম্মুখে 'এস্তেকালাল' বা অধ্যবসায় জিনিষটি বুঝিবার জন্য কোন দৃষ্টান্ত থাকিত না। তাই আল্লাহ্‌ তা'লার কোন কোন কাজ এমন যাহা বিশ বা একুশ দিনে সম্পাদিত হয়—যথা, মুরগীর ছানা জন্মাইবার জন্য তিন সপ্তাহ কাল আবশ্যক। আবার কোন কোন কাজ ছয়

মাসে সম্পাদিত হয়—যথা, ছাগল-ছানা; ইহার জন্য ছয় মাস আবশ্যক। আবার কোন কোন কাজ নয় মাসে সম্পন্ন হয়—যথা মানব-সন্তান। আবার কোন কোন কাজের জন্য এক বৎসর আবশ্যক—যথা, অশ্ব-শাবক; ইহা এক বৎসরে পয়দা হয়। আবার কোন কোন কাজ পাঁচ, দশ বা বিশ বৎসরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়—যথা, ফলবান বৃক্ষ। কোন কোন বৃক্ষ তিন চারি বৎসরে ফল প্রদান করে, কোন কোন বৃক্ষ সাত বৎসরে, কোন বৃক্ষ দশ বৎসরে, কোন বৃক্ষ পনর বৎসরে প্রদান করে।

মোট কথা, এই সকল কাজ খোদাতা'লা কয়েক বৎসরে সম্পন্ন করেন। এইরূপে খোদাতা'লা তাঁহার সময়ের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করিয়া দেন। এমন কি, কোন কোন কাজ তিনি লক্ষ লক্ষ বৎসরে করেন—যথা পাথুরে-কয়লা নির্ম্মাণ। প্রথমতঃ, লোক পাথুরে-কয়লা সম্বন্ধে অবগত ছিল না। কিন্তু আজকাল গ্রাম-দেশে মেশিন হওয়ার কারণে গ্রামের লোকও পাথুরে-কয়লা সম্বন্ধে অবগত হইয়াছে। এবং পাথুরে কয়লায় খরচ কম লাগে বলিয়া কতিপয় লোক পাথুরে-কয়লাই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এই পাথুরে-কয়লা সেই সকল বৃক্ষ হইতেই প্রস্তুত হয় যাহার কাঠ কাটিয়া জ্বালান হয়। কিন্তু এমনি হয় না, বরং কয়েক লক্ষ বৎসর মাটীর নীচে নিহিত থাকিয়া এই বৃক্ষ সমূহ পাথুরে-কয়লায় পরিণত হয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তা'লা পাথুরে কয়লা সৃষ্টির জন্য কয়েক লক্ষ বৎসর নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে আল্লাহ্‌তা'লা ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন যে, সময়ের দৈর্ঘ্য বা স্বল্পতা জিনিষের সৌন্দর্য্য ও গুণের জন্য আবশ্যক। চিকিৎসা-বিষয়ক দ্রব্যের মধ্যেও কতিপয় ঔষধ এরূপ আছে যাহার উপকরণ সমূহ সর্ব্বদাই আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু সেগুলি কিছুকাল মৃত্তিকায় আবৃত থাকার ফলে ইহাদের গুণই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যথা—'বার্‌শাশা' একটি ঔষধ 'নাজলা' রোগে উপকারী। এই 'বার্‌শাশা, ঔষধের উপকরণগুলি একত্রিত করিয়া তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করিলে কোন উপকার হইবে না। এই ঔষধের পূর্ণ-ফল তখনই পাওয়া যাইবে যখন উহা গমের মধ্যে ৪০ দিন যাবৎ আবৃত থাকিবে। উপকরণগুলি তাহাই যাহা ৪০ দিন পূর্ব্বে ছিল। কিন্তু ৪০ দিন গমের ভিতর নিহিত থাকায় সে-গুলিতে যে উপকার হইবে তাহা তৎপূর্ব্বে হইবে না। কেহ বলিতে পারে যে, ইহা কি মূর্খতা! উপকরণ যখন তাহাই রহিল, তখন চল্লিশ দিন গমের ভিতর রাখিবার দরকার কি?

সার কথা এই যে, সময় নিজেই কোন জিনিষের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। ঔষধের সহিত সময় সংলগ্ন না করিলে ঔষধ উত্তম হইবে না। কেবল ঔষধিই নহে, ঔষধি সময়ের সহিত মিলিত হইয়া উহার উপকরণ হয়। কোন কোন ঔষধ আবার ছয় মাস নিহিত রাখিতে হয়। নতুবা কোন উপকার হয় না। কোন কোন ঔষধ বৎসর বা দুই বৎসর নিহিত থাকায় ব্যবহারের যোগ্য হয়। ঐ উপকরণ গুলিই ঐ সময়ই যদি একত্র করিয়া খাওয়া যায় তবে সেরূপ উপকারী হইবে না। কিন্তু যদি দুই বৎসর পর খাওয়া যায় তবে কার্য্যকরী হইবে। ফলতঃ কোন কোন ঔষধ নিজেই কার্য্যকরী হয় না বরং তাহার সহিত সময়কেও মিলাইতে হয়।

এইরূপ একটি দুইটি নয়, বরং সহস্র সহস্র দ্রব্য আছে যাহার জন্য "সময়"ও একটা উপকরণ বটে। কোন নূতন উপকরণ তাহাতে প্রবিষ্ট করান হয় না, কেবল সময়কে শামেল করা হয় এবং তাহা অন্য কিছুতে পরিণত হইয়া যায়। সময় শামেল না হইলে কার্য্যকরী হয় না।

আল্লাহ্‌তা'লার 'তালিম' বা শিক্ষারও এই অবস্থা। তাঁহার কোন শিক্ষা তখন পরিপক্ক হয় এবং উহার তাৎপর্য্য উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তখন হয় যখন ক্রমাগত কয়েক পুরুষ তাহা পালন করা হয়। কয়েক পুরুষ যখন ক্রমাগত তাহা পালন করে তখন উহা এক নূতন রূপ অবলম্বন করে এবং জগতের জন্য আশ্চর্য্য-রূপে কল্যাণকর হয়। বিশেষতঃ, যে জমাত বা প্রতিষ্ঠান 'জামালী' রঙ্গের, অর্থাৎ **ইসায়ী সিলসিলার নীতির অনুরূপ** তাহা এক দীর্ঘকাল পর পরিপক্ক হয়; বরং কখন কখন দুই তিন শত বৎসর পর পরিপক্ক হয়। আমাদের সিলসিলাও ইসায়ী সিল্‌সিলা এবং ইহার সৌন্দর্য্য তখনই প্রকাশিত হইতে পারে যখন এক দীর্ঘ কাল অপেক্ষা করা যায়। এইরূপে কোন ঔষধ এক দীর্ঘ কাল নিহিত থাকার পর উপকারী হয় এবং তাহা না করিলে অপকারী হয়, তদ্রূপ জামালী তালীমের সুফলের জন্যও এক দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয়। ঔষধ তো, কোনটি মাটিতে, কোনটি যবে, বা কোনঠি গমে নিহিত করা হয়, কিন্তু **জামালী তালীম** এক দীর্ঘকাল যাবৎ নিজ হৃদয়ে নিহিত রাখিতে

হয়। এক দীর্ঘকাল হৃদয়ে নিহিত রাখিলে ইহা উচ্চ স্তরের ঔষধে পরিণত হয়—যাহা কার্য্যকরী হয় এবং মৃতকেও সঞ্জিবীত করে।

সুতরাং এই নৈসর্গিক নিয়ম আমাদের ভুলা উচিত নয়। অজ্ঞতা বশতঃ কেহ কেহ মনে করে, উপকরণ যখন তাহাই, সময়ের আবশ্যক কি। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা প্রকৃতিতে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত রাখিয়াছেন, যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন কোন দ্রব্যের জন্য সময়ের দৈর্ঘও এক উপকরণ। এই জন্যই আমি জমাতে মজলিসে **খোদ্দামুল-আহমদীয়ায় ভিত্তি** স্থাপন করিয়াছি।

এই সমিতি প্রতিষ্ঠায় আমার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের হৃদয়ে যে শিক্ষা নিহিত আছে তাহা যেন বিনষ্ট না হয়, বরং বংশ-পরম্পরায় হৃদয় হইতে হৃদয়ে সুরক্ষিত থাকে। আজ ইহা আমাদের হৃদয়ে নিহিত, কল্য যেন আমাদের সন্তান-সন্ততির হৃদয়ে নিহিত থাকে এবং পরশ্ব তাহাদের সন্তান-সন্ততির হৃদয়ে নিহিত থাকে, যে পর্য্যন্ত না এই শিক্ষা আমাদের সঙ্গে সংবদ্ধ হইয়া যায় এবং আমাদের হৃদয়ের সহিত মিলিত হইয়া যায় এবং এরূপ অকৃতি ধারণ করে যাহা জগতের জন্য হিতকর এবং আশীষ যুক্ত হয়। যদি দুই এক পুরুষ পর্য্যন্তই এই শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকে তবে ইহা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না।

সালানা-জলসার সময়ে খোদ্দামুল-আহমদীয়ার যে সভা হইয়াছিল তাহাতে আমি জমাতের বন্ধুগণকে **খোদ্দামুল-আহমদীয়াকে সাহায্য করিতে উপদেশ** দিয়াছিলাম। ইহাও পুণ্য কার্য্য এবং প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিরই নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী অল্প-বিস্তর ইহাকে সাহায্য করা উচিত যেন খোদ্দামুল-আহমদীয়া সহজে এবং উত্তমরূপে আপন কার্য্য সাধন করিতে পারে।

কতিপয় লোক অভিযোগ করিয়া থাকে যে, ইংরাজদের কাজ তো খুব সফলতা-প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আমাদের কাজ তদ্রূপ চলে না। তাহারা একথা ভাবে না, ইংরাজদের কাজের পিছনে উপযুক্ত অফিস, কর্ম্মী ও অর্থ থাকে। এই সব বিষয় সংগৃহীত হইলে সফলতা লাভ না হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আমাদের না আছে মূল-ধন, না আছে এরূপ উপযুক্ত অভিজ্ঞ কর্ম্মী যিনি সর্ব্ব-সময় কেবল এই কাজেই নিযুক্ত থাকিবেন।

স্থায়ী কর্ম্মীর আবশ্যকতা

অতঃপর তিনি নেশনেল-লীগের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উপযুক্ত স্থায়ী কর্ম্মীর অভাবে এই লীগ সর্ব্বত্র যথোপযুক্ত রূপে কৃতকার্য্য হয় নাই। এক মাত্র কাদিয়ানেই ইহা কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছে এবং তাহার কারণ এই যে এখানে এই কার্য্যের জন্য এক জন স্থায়ী কর্ম্মী নিযুক্ত আছেন যিনি সর্ব্বদাই এই কাজ নিয়া ব্যস্ত থাকেন। অতঃপর বলেন, অবশ্য সর্ব্বত্র এরূপ স্থায়ী কর্ম্মী নিযুক্ত করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু স্থান-বিভাগ করিয়া স্থায়ী কর্ম্মীগণ দ্বারা সর্ব্বত্র টুরের ব্যবস্থা করা যাইতে পারিত এবং তাহাতে অধিকতর কৃতকার্য্যতা লাভ হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া কেবল এক স্থানে স্থায়ী কর্ম্মিগণের ত্যাগ ও প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখায় উত্তম ফল-লাভ হয় নাই। কতিপয় কাজের সফলতা শুধু 'এখ্‌লাস' বা ত্যাগ ও প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে না, বরং 'নেজাম' বা সংগঠনের উপর নির্ভর করে।

ধর্ম্মের 'জামালী' প্রচার

অতঃপর ধর্ম্মের শিক্ষার প্রচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেন—

ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রচারের জন্য,—বিশেষতঃ, এরূপ শিক্ষা যাহা ইসায়ী কাঠামে গড়া এবং 'জামালী' রঙ্গে রঞ্জিত, অর্থাৎ কেবল আপন সৌন্দর্য্য-বলে জগজ্জয় করিতে চায়—**এক দীর্ঘকাল অনবরত প্রচেষ্টার আবশ্যক**। এই প্রচেষ্টা অনবরত পরিচালিত করার জন্য **ভবিষ্যদ্বংশধরগণের 'এসলাহ' বা চরিত্র-সংশোধন আবশ্যক**। যাহার হৃদয়ে ধর্ম্মের জন্য আন্তরিক প্রেম জন্মে সে মৃত্যু-পর্য্যন্ত ইহার প্রচার-কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারে না এবং শিরশ্ছেদ হওয়ার ভয়েও সন্তানের চরিত্র-গঠন কার্য্যে অবহেলা করিতে পারে। প্রত্যেকের দায়িত্ব নিজ নিজ জীবদ্দশা পর্য্যন্ত। মৃত্যুর পর কেহ সন্তানের এসলাহ্‌র জন্য দায়ী নহে। যে-দিন যাহার মৃত্যু হইবে সে-দিন সে দায়িত্ব-মুক্তও হইবে। অন্যের কথা দূরে থাকুক হজরত ইসাকে (সাঃ) যখন কেয়ামতের দিন বলা হইবে যে, তুমি কি তোমাকে এবং তোমার মাতাকে খোদার শরীক বা সমকক্ষ জ্ঞান করিবার জন্য বলিয়াছিলে, তখন তিনি উত্তর করিবেন, "প্রভো! যত দিন আমি জীবিত ছিলাম তত দিন আমি লোকের হেদায়েতের জন্য দায়ী ছিলাম, কিন্তু তুমি যখন আমাকে মৃত্যু দান

করিলে তখন হইতে আমি আর তাহাদের অবস্থা অবগত নহি।"

হজরত ইসা (আঃ) এক নবী ছিলেন। তিনিও আপন মৃত্যুর পর লোকের 'খারাবী' বা বিকারের জন্য দায়ী নহেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উম্মতের সংস্কারের জন্য যদি তাঁহার কোন প্রতিনিধি দাঁড়াইতেন কিম্বা যদি তাঁহার কার্য্য তাঁহার 'হাওয়ারী' বা সহচরগণের উপর বর্ত্তিত তবে নিশ্চয়ই তাঁহার মৃত্যুর পর লোক-মধ্যে এরূপ বিকার ঘটিত না। হজরত রসুল করীমের (সাঃ) পর ইসলামে কোন 'খারাবী' বা বিকার না আসার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে এরূপ আধ্যাত্মিক সন্তান দান করিয়াছিলেন যাঁহারা পিতৃ-পুরুষদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার সহিত 'ওয়াদা' করিয়াছিলেন—

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

—অর্থাৎ "আমরাই এই কোরান অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমরাই সর্ব্বদা ইহার সংরক্ষণ করিব এবং তোমার বংশধরগণের মধ্যে এরূপ লোক প্রতিষ্ঠিত করিব যিনি ইসলামের পতনোন্মুখ পতাকা ধারণ করিয়া ইসলামকে উন্নতি ও গৌরব-শিখরে উপনীত করিবেন"। আল্লাহ্‌তা'লার এই ওয়াদা-দ্বারাই অন্যান্য নবীদের উপর হজরত রসুল-করীমের (সাঃ) মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। অন্যান্য নবীদিগের (আঃ) কার্য্য ক্রমাগত পরিচালিত করিবার কোন উপায় ছিল না; কিন্তু হজরত রসুল করীমকে (সাঃ) আল্লাহ্‌তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তাঁহার আধ্যাত্মিক বংশধরগণ মধ্য হইতে সময় সময় এরূপ সংস্কারকের আবির্ভাব হইবেন যাঁহারা দুনিয়াতে তাঁহার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, এই যুগেও যখন মোসলমান তাঁহাকে এবং তাঁহার শিক্ষাকে ভুলিয়া গিয়া নিজ পিতৃ-ধর্ম্মের অশ্রদ্ধা ও অবমাননা করিতে লাগিলে তখন মোসলমানদের মধ্য হইতেই এক ব্যক্তিকে আল্লাহতা'লা **রসুল করীমের (সাঃ) আধ্যাত্মিক পুত্র** রূপে আবির্ভূত করিয়া ইসলামের নষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধার করিলেন। আজ যদি আল্লাহ্‌তালা এই বন্দোবস্ত না করিতেন এবং হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) আবিভূত না হইতেন তবে আজ ইসলামের কিছুই থাকিত না। তিনি আবির্ভূত হইয়া ইসলামকে সর্ব্ব-ধর্ম্মের উপর এরূপ ভাবে বিজয়ী ও শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আজ বার্দ্ধক্যের পরিবর্ত্তে ইসলামে যৌবন দেখা দিয়াছে এবং জগৎ তাহা অনুভব করিতেছে। কোথায় এরূপ সময় ছিল যে, ইসলাম-তরী ডুবিবার উপক্রম হইয়াছিল, আর কোথায় আজ জগৎ স্বীকার করিতেছে যে, ইসলাম জগতের সর্ব্ব-ধর্ম্মকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

জার্ম্মানির বর্ত্তমান ডিক্টেটর হিটলার "আমার প্রচেষ্টা" নামক এক খানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ডিক্টেটর পদ প্রাপ্তির পূর্ব্বে তাহাতে তিনি পরোক্ষভাবে আহমদীয়তের শক্তি ও প্রভাবের কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ইউরোপের খৃষ্টান মিশনারিগণের নিজ দেশস্থ কোটি কোটি নাস্তিককে তবলীগ করিতে চেষ্টা না করিয়া শুধু রাজ-নৈতিক প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে এশিয়া ও আফ্রিকায় প্রচার-প্রচেষ্টার নিন্দাবাদ করিতে গিয়া বলেন, "যদিও খৃষ্টান মিশনারিগণ এশিয়া ও আফ্রিকায় নিজেদের ধর্ম্ম-বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এই উভয় দেশেই তাহারা অকৃতকার্য্য হইতেছে, কারণ ঐ সকল দেশে **মোসলমান মিশনারীগণ লোকদিগকে ইসলাম ধর্ম্মে ফিরাইয়া নিতেছে এবং খৃষ্টান মিশনারিগণ হইতে অধিকতর কৃতকার্য্য হইতেছে।**

এই ইসলাম মিশনারিগণ কে? ইহারা আহমদী মিশনারিগণ ব্যতীত আর কেহই নহে। আহমদী মিশনারিগণই আজ জগতে ইসলাম প্রচার করিতেছে এবং মানুষকে, ইসলাম ধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিতেছে। বস্তুতঃ **হজরত মসিহ মাউদের** (আঃ) **আবির্ভাবের পর ইসলামে এক নব-জীবন আসিয়াছে** এবং জগদ্বাসী তাহা অনুভব করিতেছে। এই মহা পরিবর্ত্তন সাধনে এক পক্ষে আমাদের যেমন আনন্দিত হওয়া উচিত, পক্ষান্তরে আমাদের ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলামের এই নব-জীবন যদি আমরা কায়েম না রাখি তবে ইহা আমাদের মৃত্যুর লক্ষণ হইবে।

খোদ্দামুল-আহ্‌মদীয়ার উদ্দেশ্য

সংস্কারক নবিগণ দীর্ঘকাল পর পর আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ধর্ম্মে জীবন 'কায়েম' রাখা তাঁহাদের উম্মতেরই কাজ। 'উম্মত' বা অনুসরকারীগণের উচিত যে, নিজ সন্তান-সন্ততির 'এসলাহ' বা চরিত্র-গঠন করে এবং তাহাদের হৃদয়ে নবীদিগের শিক্ষা দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

এক সুদীর্ঘকাল পর যখন জগৎ-ব্যাপী গ্লানি উপস্থিত হয় তখনই সংস্কারক নবীর আবির্ভাব হয়, তৎ-পূর্ব্বে নহে। আমাদের এই যুগেও শীঘ্রই আর কোন নবীর আবির্ভাবের

সম্ভাবনা নাই। আমরা আল্লাহ্‌তা'লার শক্তিকে সীমাবদ্ধ মনে করি না; আর এক নবী প্রেরণ করা তাঁহার শক্তির বহির্ভূত নহে। তবে আপাততঃ ইহাই বোধ হয় যে, বর্ত্তমানে অন্য কোন নবীর অধীনে কাজ না করিয়া প্রতিশ্রুত খলিফা ইত্যাদির অধীনে কাজ করিতে হইবে।

অতএব আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য ভবিষ্যৎ-বংশধরগণের মধ্যে ইসলামের শিক্ষাকে 'মাহফুজ' করা। এই উদ্দেশ্যেই আমি "খোদ্দামুল-আহমদীয়া" সমিতি গঠন করিয়াছি যেন জমাত বুঝিতে পারে যে, সন্তানসন্ততির চরিত্র-গঠন তাহাদের প্রধানতম কর্ত্তব্য।

হজরত রসুল করীম (সাঃ) এই বিষয়টি এরূপ উত্তম রূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সকলই অবগত আছেন যে, **পুত্র-কন্যাগণের মধ্যে কন্যাগণের চরিত্র-গঠন অগ্রগণ্য, কারণ তাহারা ভবিষ্যদ্বংশধরগণের মাতা হইবে।** যে জাতি স্ত্রী-জাতির চরিত্র-গঠনে মনোযোগী হয় না, সেই জাতির পুরুষগণেরও চরিত্র-গঠন হয় না। যে-জাতি স্ত্রী-পুরুষ, উভয় জাতির সংস্কারের প্রতি মনোযোগী হয় সেই জাতিই বিপদ হইতে রক্ষা পায়। হজরত রসুল করীম (সাঃ) এই বিষয়টি অতি উত্তমরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। একদা তিনি সাহাবাগণ-পরিবেষ্টিত উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তিনি বলেন, যে মোসলমানের ঘরে তিনটি কন্যা-সন্তান আছে এবং তিনি তাহাদের উত্তম 'তালীম-তরবীয়ত' প্রদান করেন সেই মোসলমানের জন্য 'বেহেস্ত' অবশ্যম্ভাবী। জনৈক সাহাবার (রাঃ) দুইটি মাত্র কন্যা-সন্তান ছিল। তিনি একথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "'ইয়া' রসুলুল্লাহ কাহারো যদি দুইটি মাত্র কন্যা সন্তান থাকে?" তিনি উত্তর করিলেন, "কাহারো যদি দুইটি মাত্র কন্যা সন্তান থাকে এবং দুইটিরই উত্তম তরবীয়ত করে, তবে তাহার জন্যও জান্নাত 'ওয়াজেব' হইবে।" অতঃপর অপর এক জন সাহাবী যাহার একটি মাত্র কন্যা ছিল তিনিও তদ্রূপ প্রশ্ন করিলে রসুল করীম (সাঃ) বলেন, "কাহারো যদি একটি মাত্র কন্যা-সন্তান থাকে এবং সে তাহাকে উত্তম 'তরবীয়ত' করে তবে তাহার জন্যও জান্নাত অবশ্যম্ভাবী।

মোটকথা, হজরত রসুল করীম (সাঃ) এখানে বলিতে চাহিয়াছেন যে, জাতীয় 'নেকী' সঞ্জিবীত রাখা মানুষকে স্বর্গের অধিকারী করে। বস্তুতঃ যে-ব্যক্তি আপন একটি কন্যার তরবীয়ত করে, তাহার হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রতি ভালবাসা জন্মায় এবং তাহাকে খোদাতা'লার ধর্ম্মের 'ফরমাবরদার' বা অনুগত করেন, তিনি কেবল একটি কন্যারই 'তরবীয়ত' করেন না, বরং সহস্র সহস্র পুণ্যবান লোক সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন।

বস্তুতঃ আপন সন্তান-সন্ততির 'তরবীয়ত' করা এক প্রধান বিষয় এবং পুত্র-সন্তান অপেক্ষা কন্যা-সন্তানের 'তরবীয়ত' অধিকতর প্রয়োজনীয়। কারণ ইহারা ভবিষ্যদ্বংশধরগণের মাতা হইবে। মাতা যদি সংশোধিত হন তবে সন্তান-সন্ততি আপনাপনিই সংশোধিত হইবে।

এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমি বালিকাগণের শিক্ষার প্রতি অধিক জোর দিয়াছি এবং তাহাদের পাঠ্যকে পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগকে এরূপ শিক্ষা দিতে বলিয়াছি যাহার ফলে তাহাদের মধ্যে জাতীয় ভাব, এবং ইসলামের প্রতি 'মহব্বত' জন্মে। প্রথমতঃ লোকগণ আমার এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। যাহা-হউক সম্প্রতি বালিকা বিদ্যালয়ের সংশোধন হইয়া গিয়াছে এবং ফলে বালিকাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম-শিক্ষা বহু উন্নতি করিয়াছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই শিক্ষা কেবল কাদিয়ানেই সীমাবদ্ধ এবং বাহিরের আহমদী বালিকাগণ ইহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিতেছে না। **দ্বিতীয়তঃ বাহিরে এই বালিকা বিদ্যালয়ের শাখা বিস্তার করা আবশ্যক** যেন সেগুলিতেও কাদিয়ানের বালিকা বিদ্যালয়ের নীতি অনুযায়ীই শিক্ষা প্রদান করা হয়, যেন তাহারা উত্তম মাতা হইয়া উত্তম সন্তান প্রসব করিয়া তাহাদিগকে আহমদীয়তের শিক্ষানুযায়ী প্রতিপালন করিতে পারে।

বালকগণের 'তরবীয়ত'

বালকগণের তবরীয়তের জন্য আমি খোদ্দামুল-আহমদীয়া সমিতি কায়েম করিয়াছি। খোদা-তা'লার ফজলে ইহা বেশ সফলতা লাভ করিতেছে অবশ্য এখনো আশানুরূপ সফলতা লাভ করে নাই। খোদ্দামুল-আহমদীয়ার সহায়তা ও সহযোগ করিবার জন্য আমি জমাতের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারিগণকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এবং এখনো বলিতেছি যেন তাহারা যুবকদিগকে খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বর হইবার জন্য বাধ্য করেন। পিতামাতার উচিত যে, নিজ ছেলেদিগকে ইহাতে শামেল করেন।

'লজ্‌না-আমাউল্লাহ'

নারীদিগের তরবীয়তের জন্য আমি 'লজ্‌না-আমাউল্লাহ' কায়েম করিয়াছি। 'লজ্‌না'র অধিক কাজ জলসা করা, সিলসিলা সম্বন্ধে স্ত্রীলোকদিগকে জ্ঞাত রাখা, গরীব স্ত্রীলোকদিগকে শিল্প-কার্য্যে উৎসাহিত করা এবং কাজে লাগান। এই কাজ বর্ত্তমানে যদিও ধীরে ধীরে চলিতেছে, কিন্তু ধৈর্য্য সহকারে কাজ চালাইতে পারিলে, আমি আশা করি, ইহা **কোন দিন বিধবা ও অনাথের সমস্যার সমাধান করিবে।** জমাতের ব্যবসায়িগণের উচিত যে, লজনার নির্ম্মিত জিনিষ বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদিগকে এই কাজে সাহায্য করে। এই লজনার কার্য্যকে কাদিয়ানের বাহিরেও প্রসারিত করিতে আমি ইচ্ছা করি, যেন কাজের অভাবে জমাতে কোন বিধবা ও গরীব স্ত্রীলোক অনাহারে না থাকে। আমাদের দেশে ইহা বড়ই দোষের কথা যে, লোক অনাহারে থাকে তবু কাজ করে না। এই মহা দোষের সংশোধন হওয়া আবশ্যক। ইহার সংশোধন করিতে হইলে সকলকেই এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, তাহারা ভিক্ষা করিয়া কখনো খাইবে না, উপার্জ্জন করিয়া খাইবে। কেহ যদি কাজ করাকে ঘৃণা মনে করিয়া অনাহারে থাকে তবে ইহার কোন প্রতিকার আমাদের কাছে নাই। পক্ষান্তরে কেহ যদি কাজ করিতে প্রস্তুত থাকে, কিন্তু কাজ না পাওয়ার কারণে অনাহারে থাকে তবে ইহা জমাত ও জাতির উপর এক মহা কলঙ্ক। অতএব কাজ সংগ্রহ করার দায়িত্ব জমাতের উপর।

এই কার্য্যে মহল্লার প্রেসিডেন্টগণের সহযোগ আবশ্যক। মহল্লার প্রেসিডেন্টগণ যদি নিজ নিজ মহল্লায় লেকচার দিয়া লোকদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, বেকার বসিয়া থাওয়া অতি অন্যায়, কাজ করিয়া থাওয়া উচিত, এবং কোন কাজকেই ঘৃণ্য মনে করা উচিত নহে, তবে আশা করা যায় যে, লোকের মানসিকতায় এক পরিবর্ত্তন আসিবে।

অনেক আছে যাহাদিগকে কোন কাজ দিলে তাহা করিতে সম্মান-হানিকর মনে করে। অথচ কাজ করায় সম্মানের কোন হানী হয় না, বরং বেকার বসিয়া থাওয়া অসম্মানজনক। হজরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, মানুষ হইতে চাহিয়া থাওয়া এক 'লানত'। একদা এক ব্যক্তি রসুল করীমের (সাঃ) নিকট কিছু চাহিয়াছিল। (কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, আমরা তো অন্যের নিকট চাহি না, সিলসিলার নিকট চাহি। এখন আমি যে ঘটনার কথা বর্ণনা করিতেছি, তাহাতে একথার জওয়াব পাওয়া যায়; কারণ এই ব্যক্তিও অপর হইতে চায় নাই, বরং রসুল করীম (সাঃ) হইতে চাহিয়াছিল।) রসুল করীম (সাঃ) তাহাকে কিছু দিয়া দিলেন। তাহা গ্রহণ করিয়া সে আরো চাহিতে লাগিল। রসুল করীম (সাঃ) আরো কিছু দিলেন। তাহাও গ্রহণ করিয়া সে আরো চাহিল। রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, "আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিখাইব যাহা তোমার জন্য এই ভিক্ষাবৃত্তি হইতে অধিক উত্তম?" সে বলিল 'অবশ্য'। হুজুর ফরমাইলেন, "কাহারো নিকট চাওয়া খোদাতা'লা পছন্দ করেন না, তুমি কোন কাজ পাইতে চেষ্টা কর এবং কাজ করিয়া খাও, অপর হইতে চাহিয়া খাইবার অভ্যাস পরিহার কর।" তখন সেই ব্যক্তি উত্তর করিলেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ, আমি অদ্য হইতে এই অভ্যাস ছাড়িয়া দিলাম" এবং কার্য্যতঃও ছাড়িয়া দিলেন এবং এতটুক দৃঢ়তা দেখাইলেন যে, ইসলামের বিজয় লাভ হইলে যখন মোসলমানগণের নিকট বহু ধন-ঐশ্বর্য্য আসিল এবং সকলের জন্যই অজিফা নির্দ্ধারিত হইল তখন হজরত আবুবকর (রাঃ) তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহার হিস্যা গ্রহণ করিতে বলিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "আমি রসুল করীমের সহিত (সাঃ) ওয়াদা করিয়াছিলাম যে, আমি সর্ব্বদাই নিজ হস্তোপার্জ্জিত দ্রব্য খাইব। অতএব এই ওয়াদার কারণে আমি অদ্য এই অজিফা গ্রহণ করিতে পারি না। হজরত আবুবকর (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, "ইহা তোমার প্রাপ্য, ইহা গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "প্রাপ্যই হউক আর যাহাই হউক, আমি রসুল করীমের (সাঃ) নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, পরিশ্রম না করিয়া কোন জিনিষ গ্রহণ করিব না, আমি মৃত্যু পর্য্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে বাসনা রাখি; অতএব এই ধন আমি গ্রহণ করিতে পারি না।" দ্বিতীয় বৎসর পুনরায় হজরত আবুবকর (রাঃ) তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমার হিস্যা তুমি নিয়া যাও; কিন্তু তিনি পূর্ব্বের মতই উত্তর করিলেন। হজরত আবুবকর (রাঃ) পুনরায় তৃতীয় বৎসর তাঁহার হিস্যা তাঁহাকে দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি পূর্ব্বের ন্যায়ই অস্বীকার করিলেন।

হজরত আবুবকরের (রাঃ) মৃত্যুর পর হজরত ওমর (রাঃ) তাঁহাকে একবার ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাকে তাঁহার হিস্যা গ্রহণ করিতে বারবার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিলেন না। অবশেষে হজরত ওমর (রাঃ) সমবেত সকল মোসলমানগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে মোসলমানগণ! আমি খোদাতা'লার নিকট দায়িত্ব-মুক্ত হইলাম, আমি তাঁহার হিস্যা দিতে চাহিতেছি কিন্তু নিজেই তাহা গ্রহণ করিতেছে না।

এই সাহাবা (রাঃ) সম্বন্ধেই উল্লেখ আছে যে, এক যুদ্ধে তিনি অশ্বারোহী ছিলেন; হঠাৎ তাঁহার হস্ত হইতে চাবুক পড়িয়া যায়। তখন অপর এক পদাতিক তাড়াতাড়ি তাহা উঠাইয়া তাঁহাকে দিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "হে মানব! আমি তোমাকে খোদার দিব্যি দিয়া বলিতেছি, তুমি ইহাকে স্পর্শ করিবে না; কারণ আমি হজরত রসুল করিমের (সাঃ) সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, কাহারো নিকট হইতে কখনো কিছু চাহিব না এবং নিজ কার্য্য নিজে করিব।" এই কথা বলিয়া তিনি যুদ্ধ-কালেই অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং চাবুক লইয়া পুনরায় অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

অতএব মানুষকে বুঝান উচিত যে, চাহিয়া বা ভিক্ষা করিয়া খাওয়া বড় অন্যায়। আমাদের এই কথায় কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া থাকে যে, আমরা দরিদ্রকে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ। কিন্তু এখানে পরাঙ্মুখ হওয়ার কোন কথা নয়। আমাদের নিকট তো কোন রাজত্ব নাই যে, লোক হইতে জোর করিয়া ট্যাক্স আদায় করিয়া গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিব। এই জন্যই তো পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাগণের (রাঃ) প্রতি যে দায়িত্ব অর্পিত ছিল তাহা আমাদের উপর অর্পিত হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাগণের (রাঃ) নিকট আইনানুসারে টাকা আসিত কিন্তু আমাদের নিকট সে-রূপ ভাবে টাকা আসে না। **অতএব আমরা ধন-বিতরণে সাবধানতা অবলম্বন করিতে বাধ্য।**

জমাতের টাকা প্রচারকার্য্যে ব্যয় হউক বা গরীবের সাহায্যার্থ খরচ হউক তাহাতে আমার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই। সিলসিলার সমস্ত টাকাই এক গরীব ব্যক্তির সাহায্যার্থ খরচ হইলে যদি ইসলামের মঙ্গল হয় তবে তাহাতে আমার আপত্তি করিবার কিছু নাই। ঈদৃশ উপদেশ দানে তো আমার উদ্দেশ্য কেবল জমাতের লোকদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করা, তাহাদের মধ্যে আত্ম-সম্মান-জ্ঞান সৃষ্টি করা, যেন তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে যে, আল্লাহতা'লা তাহাদিগকেও মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন এবং তাহারা যেন সেই মর্য্যাদার মূল্য বুঝে এবং উহার অবমাননা না করে। এই ভাবই আমি জমাতে সৃষ্টি করিতে চাই এবং হজরত রসুল করীমও (সাঃ) এই শিক্ষাই দান করিয়া গিয়াছেন।

বস্তুতঃ এই উপদেশ-দানে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ কিছুই নাই। হাঁ, এতটুক স্বার্থ আছে যে, আমি জমাতের 'আখ্‌লাক' বা চরিত্র অতি উন্নত করিতে চাই এবং জমাতকে অপরের নিকট চাহিবার অভ্যাস পরিত্যাগ করাইতে চাই। অতএব প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারিগণের উচিত যে, বন্ধুগণকে এই বিষয়টি অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন। এই বিষয়টি ভাল করিয়া না বুঝাইবার কারণেই কাদিয়ানে অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের 'সোয়াল' করিবার ও কাজ না করিয়া মাগিয়া খাইবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।

প্রত্যেকের কাজ করিয়া খাওয়ার অভ্যাস গঠন করা উচিত। ইসলাম এই অভ্যাসটি গঠন করিতে চায়। অবশ্য কাজ পাওয়া না গেলে কাজ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারিগণের কর্ত্তব্য। কিন্তু কাজ পাওয়া গেলে তাহা করিতে কোন ওজর করা উচিত নয়।

অতএব কাজ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া আমাদের কাজ। অবশ্য আমাদের হাতে রাজত্ব না থাকায় আমরা এই কর্ত্তব্য উত্তমরূপে সমাধা করিতে পারিতেছি না। কিন্তু তথাপি কাজ সংগ্রহ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'লজ্‌না' স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই দিক দিয়া বেশ কাজ করিতেছে। এবং আমার বাসনা এই যে, ধীরে ধীরে 'খোদ্দামুল-আহমদীয়া' সমিতি এই কার্য্য আপন প্রোগ্রাম ভুক্ত করিয়া লয় এবং বেকার লোকদের জন্য কাজ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া আপন কর্ত্তব্য জ্ঞান করে। বস্তুতঃ ইহা অতি কঠিন বোধ হয়। কিন্তু বুদ্ধির সহিত কাজ করিলে এবং চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হইলে এরূপ অনেক 'স্কীম' উদ্ভাবিত হইবে যাহাতে বেকারগণকে কাজে লাগান যাইবে। বেকার লোকগণ কাজে লাগিলে কেবল যে তাহাদের নিজেদেরই উপকার হইবে তাহা নহে, বরং সিলসিলারও আর্থিক উপকার হইবে, কারণ তাহারা চাঁদা দিবে এবং এইরূপে সিলসিলা সুদৃঢ় হইবে।

সুতরাং ইহা এক গুরু বিষয় এবং জমাতের প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী ও খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বরগণের এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বরগণের উচিত যে, এক প্রোগ্রাম প্রস্তুত করিয়া তদনুযায়ী কাজ করে। চিন্তা ভাবনা না করিয়া এমনি কাজ করায় কোন ফল হয় না। অবশ্য তাহারা এখনো হাতে কাজ করে কিন্তু কোন প্রোগ্রাম অনুযায়ী করে না। অথচ উচিত যে, বজেট যে ভাবে প্রস্তুত করা হয় সেই-ভাবে তাহাদের কার্য-প্রোগ্রামও সবিস্তার প্রস্তুত করিয়া লয়। যথা—কোন নির্দ্দিষ্ট প্রোগ্রাম ছাড়া বিশৃঙ্খল ভাবে কাজ করার চেয়ে কোন একটি রাস্তা নিজ প্রোগ্রাম ভুক্ত করিয়া তাহা মেরামত করা বা ঈদৃশ অপর কোন কাজ হাতে লওয়া এবং এক নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে তাহা এরূপ সুসম্পন্ন করা যেন তাহাতে কোন ত্রুটি না থাকে, অধিকতর ফলপ্রদ হইবে।

সুতরাং খোদ্দামুল-আহমদীয়া সমিতির প্রতি প্রথম উপদেশ এই যে, কোন একটি কার্য্য আরম্ভ করিয়া তাহা এরূপ ভাবে সম্পন্ন করা চাই যেন তাহাতে কোন ত্রুটি না থাকে; দ্বিতীয় উপদেশ এই যে, কেবল নিজেরাই কাজ না করিয়া কোন কোন দিন সাধারণ ভাবে ঘোষণা করতঃ জমাতের বাকী বন্ধুগণকে ইহাতে শামেল করা উচিত, বরং **আমাকেও কাজ করিবার জন্য ডাকা উচিত।** হাতে কাজ করা যদি পুণ্য কাজ হইয়া থাকে তবে অপরকে উপদেশ দিয়া নিজে এই পুণ্য কার্য্যে শামেল না হওয়ার কারণ কি? অন্যকে করিতে বলিয়া নিজে না করা তো 'মোনাফেকাত' (কপটতা)। অবশ্য যদি আমরা অপেক্ষাকৃত অধিকতর জরুরী ও হিতকর কোন কাজে ব্যস্ত থাকি তবে অবশ্য ইহাতে যোগদান না করা কোন দোষ হইবে না। এরূপ কোন জরুরী কাজ না থাকিলে আমার মতে ছোট বড় সকলেরই ইহাতে যোগদান করা উচিত। আমার মতে প্রত্যেক মাস দুমাসে এক দিন জমাতের সকল বন্ধুগণকে তাহাদের কার্য্যে শামেল হওয়ার জন্য নিমন্ত্রিত করা উচিত এবং সেই দিবস প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সারা দিন কাজ করা উচিত যেন তাহা ফল-প্রদ হয়। এইরূপে বৎসর ছয় দিন কাজ করিলে সহস্র সহস্র টাকার কাজ করা যাইতে পারে। অতএব স্বহস্তে কাজ করার অভ্যাস কেবল খোদ্দামুল-আহমদীয়ার মেম্বরগণ মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া কোন কোন কাজে **সমস্ত জমাতকেই যোগদান করিতে সুযোগ দেওয়া উচিত।** সেই দিন সৈন্য দলের ন্যায় আদেশ পাওয়া মাত্র প্রত্যেক মহল্লার লোক নিজ নিজ মহল্লার প্রসিডেণ্ট বা অন্য কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে একত্রিত হইয়া কাজ করা উচিত।

অতঃপর হজরত আমিরুল-মোমেনীন (আইঃ) কতিপয় জনহিতকর কার্য্যের উল্লেখ করিয়া বলেন, **প্রত্যেক কার্য্যই এক নির্দ্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী করা উচিত,** যেন তাহা সর্ব্বদাই চোখের সামনে থাকে এবং তাহা সম্পাদনের কথা সর্ব্বদা স্মরণ থাকে।

অতঃপর বলেন:—বড়ই সঙ্কটের দিন আসিতেছে। এখনই আত্ম-সংশোধনে মনোযোগী না হইলে আর সংশোধনের সময় পাওয়া যাইবে না। আল্লাহ্‌তা'লা তৌফিক দিলে আগামী জুমায় আমি এবিষয়টি বিশদ ভাবে বর্ণনা করিব। বর্তমানে কেবল এইটুকুই বলিতেছি যে, **জগতে এক মহা ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে এবং যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। হইতে পারে যে, এই বৎসর মধ্যেই এরূপ কোন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইবে যাহাতে জগতের লোকসংখ্যা অর্দ্ধেক হইতেও অধিক কমিয়া যাইবে।** ধ্বংস-সাধনের এরূপ যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে তৎ-শ্রবণে বিস্মিত হইতে হয়।... এরূপ উরু-জাহাজ আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা ঘণ্টায় সাড়ে চারিশত মাইল ভ্রমণ করিতে পারে। ভারতবর্ষ জার্ম্মানী হইতে সাড়ে পাঁচ শত মাইল দূর। ঘণ্টায় চারি শত মাইল ভ্রমনকারী উরু জাহাজ জার্ম্মানী হইতে রওয়ানা হইয়া চৌদ্দ ঘণ্টায় ভারতবাসীকে ধ্বংস করিতে পারে। এখন তো জার্ম্মানী হইতে রওয়ানা হইবার আবশ্যকই নাই। জার্ম্মানী ইটালীর সহিত মিলিত হইয়াছে এবং আবিসিনিয়া ইটালীর হস্তগত। আবিসিনিয়া হইতে ভারতবর্ষ দুই হাজার মাইল মাত্র। পাঁচ ঘণ্টা মধ্যে এক উরু-জাহাজ আবিসিনিয়া হইতে ভারতে আসিয়া পাঁচ ঘণ্টা গুলা-বর্ষণ করিয়া ইহার চালক সন্ধ্যা-ভোজন আবিসিনিয়ায় যাইয়া করিতে পারে।

বস্তুতঃ যুদ্ধের এরূপ ভয়ঙ্কর আয়োজন হইয়াছে যে, তাহা শ্রবণ করিলে অবাক হইতে হয়। অবশ্য এখন তাহারা সে-গুলী প্রকাশ করিলে শত্রুপক্ষ তাহার প্রতিকার আবিষ্কার করিয়া ফেলিবে। অতএব এই সকল যুদ্ধায়োজন এখন

তাহারা লুকায়িত রাখিয়াছে এবং ভিতরে ভিতরে আরো অধিক আয়োজন করিতেছে। কোন কোন ইঞ্জিনিয়ার তো দাবী করে যে, তাহারা এরূপ এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে যে তদ্দারা এক বিশেষ প্রকার কিরণের সাহায্যে দুই হজার মাইল দূর হইতে সহরগুলী দৃষ্ট হইবে এবং সহস্র সহস্র মাইল দূর হইতেই বিদ্যুৎ নিক্ষেপ করিয়া সেই সকল সহরকে ধ্বংস করিতে পারিবে।...এরূপ ভয়ঙ্কর সময়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে চুপ চাপ বসিয়া থাকা বড়ই বে-কুফী হইবে। অতএব প্রত্যেকেরই এই ভীষণ কাল আসিবার পূর্ব্বেই সাবধান হওয়া উচিত।

পাঞ্জাব-গবমেণ্টের কতিপয় কর্ম্মচারীর সহিত আমাদের বিগত কয়েক বৎসরের বিরোধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের জমাত ব্রিটিশ গবমেণ্টের সহিত সংযোগ করিবে কি না কোন কোন বন্ধু তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। এসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের কোন ঝগড়া ছিল না, এবং পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের কতিপয় অজ্ঞ কর্ম্মচারী বরং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কতিপয় শত্রু-কর্ম্মচারীর সহিতই আমদের ঝগড়া ছিল। অতএব যুদ্ধ আরম্ভ হইলে (অবশ্য আমারা প্রার্থনা করি যেন আল্লাহতা'লা জগতকে এই ভীষণ পরিণাম হইতে রক্ষা করেন) আমাদের পূর্ণ সহযোগ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত হইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের কোন ঝগড়া নাই। বরং পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের কতিপয় কর্ম্মচারীর সহিত যখন আমাদের ঝগড়া আরম্ভ হয় তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের সাহায্যে জোর দেন এবং পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টকে লেখেন যেন আহমদীয়া জমাতের অভিযোগ-গুলির প্রতিকার করা হয়। ইংলণ্ডে আমাদের যে প্রচারক আছেন তিনিও অতি শান্তির সহিত তথায় প্রচারকার্য্যে চালাইতেছেন, গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তথায় তাঁহার কোন অসুবিধা হয় নাই। অতএব এরূপ অবস্থায় এক স্থানীয় ঝগড়ার অজুহাতে আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত অসহযোগ করিতে পারি না। সুতরাং যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আমরা ব্রিটিশ গবর্ণ-মেণ্টের সহিত পূর্ণ সহযোগ করিব।

পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের কতিপয় কর্ম্মচারীর সহিত ঝগড়ার কারণে আমরা সেই মহা উপকার সমূহ উপেক্ষা করিতে পারি না যাহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ লোকগণ লাভ করিয়া থাকে। আমার বিশ্বাস যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এবং ব্রিটিশের হাত হইতে ভারতের রাজ-দণ্ড চলিয়া যাওয়ার উপক্রম হইলে কংগ্রেস ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিতই সহযোগ করিতে বাধ্য হইবে। বস্তুতঃ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যদি অপর জাতির অধীনই থাকিতে হয় তবে ইংরাজ-জাতির অধীনে থাকা আমাদের দেশের জন্য অধিকতর মঙ্গল কর। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, **আমাদের জমাত এক আন্তর্জাতিক জমাত।** কিছু ইটালীর অধীন, কিছু জার্ম্মানির অধীন, কিছু আমেরিকার অধীন, কিছু বৃটিশের অধীন। অতএব আমার এই ঘোষণা কেবল বৃটিশের অধীনস্থ ভ্রাতাগণ সম্পর্কে। ব্রিটিশের অধীনস্থ সকল আহমদী ভ্রাতাগণই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিবেন, এবং সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়া নিজদিগকে উত্তম নাগরিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন।

এরূপ বহু দেশ আছে যথায় তবলীগের পথে কঠোর প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। এক মাত্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেই 'তবলীগে' কোন বাধা নাই। এখানে এক হিন্দুও স্বাধীন ভাবে 'তবলীগ' বা নিজ ধর্ম্মমত প্রচার করিতে পারে, এক খৃষ্টানও স্বাধীন ভাবে 'তবলীগ' করিতে পারে, এক শিখও স্বাধীন ভাবে 'তবলীগ' করিতে পারে এবং এক মোসলমানও স্বাধীন ভাবে 'তবলীগ' করিতে পারে। সুতরাং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টে যেহেতু তবলীগের পথ উন্মুক্ত—এবং ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের জন্য ইহা এক মহা কল্যাণ—অতএব বিপদে ইহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, আহমদীয়া জমাতের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ খাতির রহিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। কেহই ইহা প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, আমরা এই গবর্ণমেণ্টের অধীনে হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ হইতে অধিক কোন উপকার পাইতেছে। অন্যান্য এবং আমাদের মধ্যে প্রভেদ শুধু এই যে, আমাদের মধ্যে খোদাতা'লা কৃতজ্ঞতার ভাব রাখিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে সেই টুকুর অভাব।

মোটের উপর, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে অবাধে ধর্ম্ম-প্রচারের অনুমতি দিয়াছে এবং ধর্ম্ম সম্প্রদায় হিসাবে এই অনুমতি আমাদের জন্য এক মহাশীষ। অতএব **সকল প্রকার কোরবাণী করিয়াও আমরা এই গবর্ণমেণ্টের সহযোগীতা করিব,** যেন আমাদের এই প্রচার-স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে। এই যুদ্ধ যদি আমার জীবদ্দশায় হয় তবে নিশ্চয়ই আমি আমার সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া চেষ্টা করিব

যেন আহমদীয়া জমাত এই রাষ্ট্রের হেফাজতের জন্য যথা-সম্ভব কোরবাণী করে এবং তবলীগে বর্ত্তমানে যে শান্তি ও নিরাপত্তা আমরা ভোগ করিতেছি তাহা বিনষ্ট হইতে না পারে।

আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট নহি। আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এজেণ্ট কেমন করিয়া হইব? আমাদের লোক তো ইটালীতেও আছে, আমেরিকাতেও আছে, চীনেও আছে, জাপানেও আছে, মিসরেও আছে, পেলেষ্টাইনেও আছে: এবং প্রত্যেক জায়গার আহমদী স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত পূর্ণ সহযোগ করে এবং তাহাদের আইনানুবর্ত্তীতা ও আনুগত্য করে যেমন আমরা এখানে ব্রিটিশ গবর্ণণ্টের আনুগত্য করি। আমরা ইহা কখনো পছন্দ করি না যে, জার্ম্মান-বাসী আহমদিগণ জার্ম্মান গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবে, বা ইটালী-বাসী আহমদীগণ ইটালী গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবে, বা আমেরিকা-বাসী আহমদিগণ আমেরিকার বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবে। আমরা প্রত্যেক জায়গার আহমদীদিগকে নিজ নিজ স্থানের গবর্ণমেণ্টের আনুগত্য করিতে উপদেশ দেই।

সুতরাং আমরা ইংরাজের এজেণ্ট নই, বরং আমরা আমাদের ধর্ম্মের শিক্ষানুসারে, যখন যে গবর্ণমেণ্টেরই অধীন আমরা থাকি সেই গবর্ণমেণ্টেরই আইন মান্য করিতে ও পূর্ণ আনুগত্য করিতে বাধ্য—সেই গবর্ণমেণ্ট ইংরাজেরই হউক, আর জার্ম্মানীরই হউক বা ইটালীরই হউক।

পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের কতিপয় কর্ম্মচারীর সহিত যখন আমাদের ঝগড়া হয় তখন আমি ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, যখন গবর্ণমেণ্টের কোন বিপদের সময় আসিবে তখন আমরা দেখাইব যে গবর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের সহযোগীতা করিবার যে নীতি তাহা লোক-দেখান নয় বা পার্থিব কোন স্বার্থের জন্য নয়, বরং হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) শিক্ষানুসারে আমরা গবর্ণমেণ্টে আনুগত্য করি। বর্ত্তমানে যেহেতু বিপদের আশঙ্কা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং শীঘ্রই কোন যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হইয়াছে সেই জন্য আমি আমার ১৯৩৪ সনের ঘোষণানুযায়ী পুনরায় ব্যক্ত করিয়া বলিতেছি যে, এই যুদ্ধে আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ আহমদীগণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিব এবং আমরা আমাদের কার্য্য দ্বারা জমাতের নিকট ইহা প্রতিপন্ন করিব যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা আমরা খোশামোদ বা লালসার বশবর্ত্তী হইয়া করি না বরং ধর্ম্ম-শিক্ষানুযায়ী করিয়া থাকি, কারণ বর্ত্তমানে পাঞ্জাবে—এই গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ আমাদের সহিত অতি হীন ও নীচ ব্যবহার করিয়াছে। এই ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা যদি এই গবর্ণমেণ্টের সহিত শত্রুতাও করি তবু দুনিয়ার কোন 'এতেরাজ' আমাদের প্রতি হইতে পারে না।

কিন্তু আমরা প্রমাণ করিতে চাই যে, গবর্ণমেণ্টের ভদ্র এবং সাধু কর্ম্মচারীগণ যখন আমাদিগকে লোকের জুলুম হইতে রক্ষা করিয়াছিল তখনো আমরা গবর্ণমেণ্টের আনুগত্য করিয়াছি এবং এখনো আনুগত্য করিতেছি যখন গবর্ণমেণ্টের কতিপয় কর্ম্মচারী আমাদিগকে আমাদের ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থলে বিরক্ত করিয়াছে এবং চতুর্দ্দিক হইতে আমাদের শত্রুগণকে একত্রিত করিয়া আমাদের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে এবং আপন শক্তি ও প্রভাব দ্বারা আমাদিগকে নির্ম্মূল করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। আমরা ইহা প্রমাণিত করিতে চাই, এবং ইন্‌শা-আল্লাহ্ প্রমাণ করিব যে, আমাদের এই ব্যবহার কোন পার্থিব স্বার্থের জন্য নয়, বরঃ উচ্চ নীতি ও ধর্ম্মের অনুসরণের কারণে।

কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, আমরা আমাদের ন্যায্য দাবী ভুলিয়া যাইব। স্থানীয় কর্ম্মচারীগণ তাহাদের মন্দ ব্যবহার পরিত্যাগ না করিলে **আমি আহমদীয়তের গৌরব** রক্ষার্থ তাহাদের সহিত সর্ব্বদা লড়াই করিতে থাকিব এবং আহমদীয়তের গৌরব প্রতিষ্ঠা না করা পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত সন্ধি করিব না; কেননা, আমার নিকট আহমদীয়া জমাতের গৌরব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গৌরব অপেক্ষা অনেক অধিক। যে কর্ম্মচারী মনে করে যে নিজ শক্তিবলে আহমদীয়া জমাতকে ভয় প্রদর্শন করিবে সেই কর্ম্মচারীকে একদিন লজ্জিত হইয়া নিজ অপরাধ স্বীকার করিতে হইবে। আমি এহ্‌সানের সহিত প্রতিশোধ লইব এবং তাহাদের জাতি দ্বারা তাহাদিগকে তিরস্কৃত করাইয়া ছাড়িব, ইন্‌শা-আল্লাহ্।

ولا حول ولا قوة الا بالله الذى هو موفقى ومؤيدى وناصرى —

জগৎ আমাদের

কলিকাতায় তবলীগ

বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা দারুৎ-তবলীগে এক সভার অধিবেশন হয়। কতিপয় গয়ের-মোসলেম ভ্রাতাও সভায় যোগদান করেন। "পাপ ও ক্ষমা সম্বন্ধে ইসলামের শিক্ষা" —এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়। মৌলবী দৌলত আহ্‌মদ খাঁ খাদিম, বি-এল বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ইসলাম খোদাকে পূর্ণ প্রেমিক ও করুণাময় রূপে পেশ করিয়াছে। মৌলানা মোহাম্মদ সলীম সাহেব, ভূতপূর্ব্ব পেলেষ্টাইনের মিশনারী বলেন, খোদাতা'লার আদেশ অমান্য করার নামই পাপ এবং পাপের বিষময় ফল সম্বন্ধে অজ্ঞতা বশতঃই মানুষ পাপ করিয়া থাকে। অতঃপর তিনি এসম্বন্ধে খৃষ্ট ধর্ম্ম ও হিন্দু ধর্ম্মের শিক্ষা বিস্তারিত আলোচনা করিয়া বলেন যে, ঐ সকল ধর্ম্মে খোদাতা'লাকে কার্য্যতঃ নির্দ্দয় ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ রূপে পেশ করা হইয়াছে, কিন্তু ইসলামের পেশ করা খোদা অতি করুণাময় ও ক্ষমাশীল।

৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অকটারলোনী মনুমেন্টের পাদদেশে ময়দানে এক সভা করা হয়। তাহাতে মৌলবী দৌলত আহমদ খাঁ সাহেব "ইসলামের 'তোহীদ' ও পরমত সহিষ্ণুতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া বলেন যে ইসলামের এই পবিত্র শিক্ষাই বর্ত্তমানে জগতে শান্তি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। বহু হিন্দু, শিখ ও মোসলমান ভ্রাতা অতি আগ্রহ সহকারে বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলেজ স্কুয়ারে আর এক সভার অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে মৌলবী আমার হুসেন সাহেব ও মৌলবী দৌলত আহমদ খান সাহেব ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং শিক্ষিত হিন্দু মোসলমান ভ্রাতাগণ অতি মনোযোগের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করেন। বক্তৃতা-শেষে জনৈক উকীল এবং অপর একজন গয়ের-আহমদী মোসলমান ভ্রাতা ইসলামের উদার শিক্ষার কথা শুনিয়া অতি আনন্দ প্রকাশ করেন এবং দারুৎ-তবলীগে যাইয়া এসম্বন্ধে আরো অনুসন্ধান করিবার আভলাষ জ্ঞাপন করেন।

ভরতপুরে তবলীগ

খোদতা'লার ফজলে বর্ত্তমানে ভরতপুরে জোনাব হাফেজ তৈয়বুল্লাহ সাহেবের চেষ্টায় পুনরায় বেশ তবলীগ চলিয়াছে। তথায় বিগত মাসে দুই জন ব্যক্তি সিলসিলা-ভুক্ত হইয়াছেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ। সকল বন্ধুগণ তাঁহাদের 'এস্তেকামাত' ও উন্নতির জন্য দোয়া করিবেন।

জুবিলী-ফাণ্ডের চাঁদা প্রাপ্তি

পূর্ব্ব-প্রাপ্ত মোট চাঁদা— ৮৫৩৸৹

১৪ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রাপ্ত :—

* ১।	মৌলবী আজীজুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব, মোবাল্লেগ—	৮৲
২।	জোনাব হেকীম শাহ্‌ আবদুল বারী সাহেব, ঢাকা—	২৲
* ৩।	মাষ্টার গোলাম আহমদ খাঁ, চট্টগ্রাম—	৫৲
* ৪।	মিস মোহ্‌সেনা খাতুন, "	১৲
* ৫।	মোসাম্মত সৈয়দা আজীজুন্নেছা খাতুন সাহেবা "	১৲
* ৬।	মিঃ মোস্তাফা আলী, ঢাকা	১৲
৭।	মৌলবী আবদুর রহমান খাঁ, "	৩৲
* ৮।	মাষ্টার সালাহউদ্দীন খাঁ "	২৲
৯।	জোনাব হাফেজ তৈয়বুল্লাহ্‌ সাহেব, ভরতপুর "	২৲
১০।	মোসাম্মত ওয়াসেকা খাতুন সাহেবা "	২৲
১১।	" মহিদুন্নেসা খাতুন সাহেবা "	১৲
১২।	মৌলবী আবদুল আজ্‌হার ভূঞা সাহেব, ক্রোড়া—	৬৲
১৩।	" মীর রফিক আলী সাহেব এম-এ, বি-টি রাজসাহী	১০৲
১৪।	মিঃ আবদুস সামাদ খাঁন চৌধুরী "	১৲
* ১৫।	জোনাব হেকীম সাজেদুর রাহমান সাহেব, ঢাকা	২৫৲
* ১৬।	মোসাম্মত সৈয়দা হুসন আখ্‌তার বানু সাহেবা, কাদিয়ান	২০৲
* ১৭।	মোসাম্মত আমেনা খাতুন সাহেবা, "	১২৲
* ১৮।	মিস তায়েবা খাতুন "	১২৲
* ১৯।	" আবেদা খাতুন "	১২৲
* ২০।	" সৈয়দা সানি আখ্‌তার বানু সাহেবা "	৫৲
* ২১।	খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব, বি-এ, বি-টি বগুড়া	২৷৹
* ২২।	ডাঃ আবুল হুসেন সাহেব, মুনিরামপুর, যশোহর—	১০৲
		৯৯৬৷৹

* খোদাতা'লার ফজলে ইঁহারা নিজ নিজ ওয়াদাকৃত চাঁদা আদায় করিয়া দিয়াছেন—আল্‌হামদুলিল্লাহ। আল্লাহতা'লা তাঁহাদিগকে উত্তম 'জাজা' দিন— আমীন।

তারুয়ায় বিরাট ধর্ম্ম-সভা

খোদাতালার ফজলে আগামী ৩রা ও ৪ঠা মার্চ্চ তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বার্ষিক জলসার তারিখ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত সভায় প্যালাষ্টাইন ও মিশরের ভূতপূর্ব্ব আহমদী প্রচারক হাজী মৌলানা মহাম্মদ সলিম সাহেব (মৌলবী ফাজেল), আলহজ খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাশেম খাঁ চৌধুরী এম, এ ; বি, টি (আমীর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া), মৌলবী কাজী খলিলুর রহমান বি, সি, এস সব-ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য বিজ্ঞ আলেম ও মনিষিগণ ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিবেন। প্রত্যহ ১১টা হইতে সভা আরম্ভ হইবে।

ঢাকায় বিরাট সভা

আল্লাহ্‌-চাহে তো আগামী ৫ই মার্চ্চ ঢাকা জগন্নাথ ইন্‌টারমেডিয়েট কলেজের সাইন্‌স্‌ থিয়েটারে পেলেষ্টাইন হইতে সদ্যাগত আহমদীয়া মোসলেম মিশনারী মৌলানা মোহাম্মদ সলিম সাহেব "পেলেষ্টাইনের দুঃখ ও প্রতিকার" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ হুসেন সাহেব ডি, ফিল, উক্ত সভায় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিবেন।

আহমদীয়া সেলসেলার সাহিত্য-পরীক্ষা

পুরস্কার ১০৲ টাকা ও ২০৲ টাকা

আগামী ১৯৩৯ সনের নভেম্বর মাসে বা তাহার সন্নিকট কোন তারিখে কাদীয়ানের সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত পুস্তকে এক লিখিত পরীক্ষা গৃহীত হইবে। বঙ্গদেশবাসী যে কোন ব্যক্তি বা বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার বা কলিকাতা আঞ্জোমনে আহমদীয়ার যে কোন মেম্বর সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাকে নিম্নলিখিত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

পুস্তকের নাম

১। 'সব্‌জ এশ্‌তাহার' ... ... মূল্য ৫১০
২। 'তরইয়াকুল-কুলুব' ... ... মূল্য ১৲
৩। 'বারাহীন-আহমদীয়া', ৫ম খণ্ড ... মূল্য ১৲
৪। 'কাদিয়ানকে আরিয়া আওর হাম' ... মূল্য ।৵০

প্রাপ্তিস্থান—বুক ডিপো, কাদিয়ান (গুরুদাসপুর), পাঞ্জাব।

পুরস্কারের তালিকা

পরীক্ষার্থীর মাতৃভাষা বাঙ্গালা হইলে—১০৲
" " উর্দ্দু " —৫৲

উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে কাদিয়ানের বাৎসরিক জল্‌সায় যোগদান করিলে উপরোক্ত পুস্কার স্থলে—

পরীক্ষার্থীর মাতৃভাষা বাঙ্গালা হইলে—২০৲
" " উর্দ্দু —১০৲

সে সকল পরীক্ষার্থীর মাতৃভাষা বাঙ্গালা তাঁহারা ইচ্ছা করিলে প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গালা বা ইংরাজী ভাষায় লিখিতে পারিবেন।

যে সকল ব্যক্তি উক্ত পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ৩১শে মার্চ্চ ১৯৩৯ এর পূর্ব্বে জেনারেল সেক্রেটারী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া—১৫নং বক্সীবাজার রোড, ঢাকা—এই ঠিকানায় আবেদন করিবেন।

কাদিয়ান আবুলহাসেম খাঁ চৌধুরী
২১।১২।৩৮ আমীর, বঃ, প্রাঃ, আঃ, ও কঃ, আঃ, আঃ

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন ·· এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে:—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজো' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহির্ভূ

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা,
(বেঙ্গল)

বহুমূত্রের মহৌষধ

মহাপুরুষ প্রদত্ত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার
দ্বারা প্রশংসিত
শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেনগুপ্ত,
বামাকুটীর, পোঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া (এ-বি-আর)

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲
সিকি কলম	"	২৷৷০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	মাসিক	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৩য় পূর্ণ "	"	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৪র্থ পূর্ণ "	"	৩০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্‌মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম	মূল্য
Extracts from the Holy Quran	1 as.
Ahmed, His Claims and Teachings ...	8 as.
The Teachings of Islam	4 as.
Islam and its Comparison with other religions (Paper bound ...	12 as. 8 as.)
The Imam of the Age ...	1 a.
Vindication of the Holy Prophet ...	2 as
The Future Religion of the World ...	2 as.
The Message from Heaven	1 a.
ধর্ম্ম সমন্বয় ...	।০
আহমদীয়া মতবাদ ...	।০
ইমামুজ্জমান ...	৵০
আহমদ চরিত ...	।০
চশ্‌মায়ে মসিহ ...	।০
জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু) ...	।০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ...	৵০
প্রীতি-সম্ভাষণ ...	৴০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম ...	৲১৫
তহকীক-উদ্দীন ...	৲১০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ...	৲৫
আমালেসালেহ্‌ (উর্দ্দু) ...	৸০

দ্রষ্টব্য—এজেণ্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).